পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 246 Monday, 5 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪৬ সংখ্যা ❋ ২০ শ্রাবণ ১৪৩১, সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

১০০ দিনের কাজের পরিসংখ্যানে রাজ্যের অভিযোগই স্বীকৃতি পেল

বাংলাকে বঞ্চনার 'স্বীকারোক্তি' কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস বলে আসছিল কেন্দ্র এই রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের অর্থ থেকে শুরু করে আবাস যোজনী সহ অন্যান্য বরাদ্দ কেন্দ্র দিচ্ছে না। তা আজ সত্যিতে পরিণত হল। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই স্বীকার করল তারা রাজ্যকে বঞ্চনা করেছে। বাংলাকে আর্থিকভাবে বঞ্চনার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, একুশের নির্বাচনে হারার পর বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে বিজেপি শাসিত সরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ১০০ দিনের কাজের পরিসংখ্যানে কার্যত সেই অভিযোগই স্বীকৃতি পেল। কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যকে ১০০ দিনের কাজ বাবদ কেন্দ্রের তরফে দেওয়া অর্থের পরিমাণ শূন্য। অর্থাৎ কোনও টাকাই বরাদ্দ করা হয়নি। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যসভায় সরকারের দেওয়া একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। তাতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজ বাবদ বাংলাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৬১৮ কোটি টাকা। আর ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেই বরাদ্দের অঙ্কটা পুরোপুরি জিরো। ডেরেকের দাবি, কেন্দ্র যে বাংলাকে বঞ্চনা করছে, এই পরিসংখ্যান

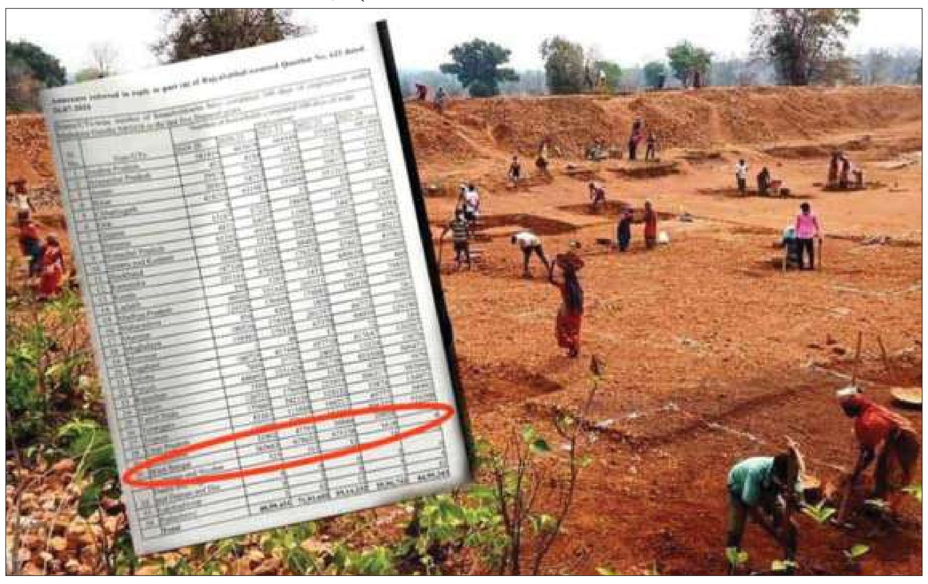

তারই স্বীকারোক্তি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা ভোটের অনেক আগেই অভিযোগ করেছিলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর থেকে আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পে এক পয়সাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানান অভিষেক। এমনকী 'ওয়ান টু ওয়ান' তর্ক যুদ্ধে বসে হিসাব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'। সেই চ্যালেঞ্জ বিজেপি গ্রহণ করতে চায় নি। মিথ্যা বলে তা উড়িয়ে দিয়েছে। তার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনও শ্বেতপত্রও প্রকাশ করা হয়নি। তবে সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পর অভিষেকের অভিযোগেই সিলমোহর পড়ল বলে দাবি ডেরেক ও ব্রায়েনের। অজুহাত হিসাবে কেন্দ্র অবশ্য বরাবর দাবি করে আসছে, বাংলার টাকা আটকে রয়েছে দুর্নীতির জন্য। দিন চারেক আগেই সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেছিলেন, বাংলায় ১০০ দিনের কাজ নিয়ে বিস্তর বেনিয়ম হয়েছে। এই তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে, আর রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের আড়াল করেছে। প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়াও হয়েছে। এই সবই হয়েছে বাংলায়। কড়া ভাষায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, আমরা জনতার টাকা কাউকে খেতে দিতে পারি না। কিন্তু তৃণমূল তা মেনে নিতে পারে নি। এই নিয়ে সংসদেই তুমুল বাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় দুই রাজনৈতিক দল। তার পরেই এই স্বীকারোক্তি।

আলোচনা দূর অস্ত! আরও ১ লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়ল ডিভিসি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল,৪ আগস্ট ঃ রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করেই জল চাড়ছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি! যার জেরে একাধিক জেলার বহু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছে নবান্ন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমন তথ্যই জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। তার পরেও জল ছাড়ার হার কমালো না ডিভিসি। উলটে রবিবার থেকে বাড়ল জল ছাড়ার পরিমান। এদিন তারা মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক জল ছাড়বে বলে খবর। ফলে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে হবে। ডিভিসি সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাত থেকেই জল ছাড়া শুরু হয়েছে। মাইথন জলাধার থেকে ৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিনই সেখান থেকে এই পরিমাণ জল ছাড়া হয়। ফলে এখানে কোনও বিপদ সংকেত নেই। কিন্তু পাঞ্চেত জলাধার থেকে ১ লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়া হয়েছে। এদিন ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে পাঞ্চেত জলাধার। যা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। দুই জলাধারের জল জমা হয় দুর্গাপুর ব্যারেজে। পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টি বাড়লে সেখান থেকেও অতিরিক্ত জল ছাড়তে হবে। ইতিমধ্যে সেখান থেকে ৯২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৃষ্টি বাড়লে জল ছাড়ার পরিমাণও বাড়বে। ফলে বিপদের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে। হাওয়া অফিস বলছে, বাংলা থেকে ক্রমশ দূরত্ব বাড়াচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। ফলে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটছে। তবে মঙ্গলবার ফের ভারী বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। এর মধ্যে ডিভিসি জল ছাড়লে বিপদ যে বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মন্দিরের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ৯ শিশুর

সাগর, ৪ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশে মর্মান্তিক একটি দুর্ঘটনা ঘটল। মন্দিরের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৯টি শিশুর। বৃষ্টিই এর কারণ বলে জানতে পারা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার শাহপুরের হরদৌল বাবার মন্দিরে। গতকাল শনিবার এই মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তরা হাজির হয়েছিলেন। সেখানে তখন আচমকাই ভেঙে পড়ে মন্দিরের দেওয়াল। দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে নয় শিশু! ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও কয়েকটি শিশু। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তারা। প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মধ্য প্রদেশে। মন্দিরে দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু অন্ততপক্ষে নয় জন শিশুর। আহত হয়েছে একাধিক। তবে তড়িঘড়ি শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই জানানো হয়েছে। পুলিসসূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার শাহপুরে। আজ, রবিবার সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল ওই এলাকায়। মন্দিরের এক কোণায় বসে মাটির শিবলিঙ্গ বানাচ্ছিল শিশুরা। আচমকাই মন্দিরের একাংশের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। তাতেই চাপা পড়ে একাধিক শিশু। জানা গিয়েছে, মন্দিরের দেওয়ালগুলি ৫০ বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন সেগুলো মেরামত হয়নি। এদিনের বৃষ্টিতে দেওয়াল ধসে পড়ে এই ভয়ংকর বিপত্তি ঘটল।

২০২৯ সালেও এনডিএ আসবে, মোদীজি আসবেন ঃ অমিত শাহ

চন্ডীগড়, ৪ আগস্ট ঃ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার চন্ডীগড় এক অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, ২০২৯ সালেও বিরোধী আসনে বসার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ইন্ডি জোটের। অমিত শাহ বলেছেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, বিরোধীরা যা করতে চায় তা করতে দিন, ২০২৯ সালেও এনডিএ আসবে, মোদীজি আসবেন। তাঁরা (বিরোধীরা) জানে না যে, বিজেপি এই নির্বাচনে কংগ্রেস ৩টি নির্বাচনে যত আসন পেয়েছিল তার থেকে বেশি আসন পেয়েছে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, যারা অস্থিতিশীলতা ছড়াতে চায় তারা বারবার বলছে এই সরকার টিকবে না। আমি তাদের আশ্বস্ত করতে এসেছি যে, এই সরকার কেবল নিজস্ব মেয়াদই পূর্ণ করবে না, পরবর্তী সরকারও হবে এনডিএ। বিরোধী দলে বসতে এবং বিরোধীদের সঠিকভাবে কাজ করার পদ্ধতি শিখতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার চণ্ডীগড়ে মণিমাজরা জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার শিবালিক গার্ডেনে ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। পরে এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আজ যে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, তাতে ২৪ ঘন্টা (সাধারণ মানুষ) জল পাবেন। আজ থেকে বোনেদের অ্যালার্ম রাখতে হবে না, আপনারা সবসময় জল পাবেন। এখানে কোনো ট্যাঙ্কার থাকবে না...এতে ৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর থেকে উপকৃত হবেন ১ লক্ষের বেশি মানুষ।

উত্তরপ্রদেশে বড় সংকটে যোগী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে মোটেও ভালো ফল করতে পারেনি বিজেপি। গত লোকসভায় ৮০ টির মধ্যে ৬৪ টি আসন দখলে রাখলেও এবার সেই আসন সংখ্যা নেমে ৩০ এর ঘরে ঠেকেছে। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে দোষারোপের পালা শুরু হয় হয় গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। এমনকী যোগীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অমিত শাহ সরাতে চান বলেও গুঞ্জন শুরু হয়। তবে সেই সময় গদি না টললেও আসন্ন ১০ টি আসনে উপনির্বাচন কিন্তু বড় পরীক্ষা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। তার কারণ উপনির্বাচনের ১০ টি আসনেই যদি 'পদ্মফুল' না ফোটে তাহলে হয়তো গদি ছাড়তে হতে পারে হিন্দুত্ববাদের এই পোস্টার বয়কে। যদিও এমনটা হলে তা বিজেপির জন্য হয়তো মোটেও সুখকর হবে না। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। বিজেপির এক প্রবীণ নেতার বলছেন, বুলডোজার বাবা এখন এতটাই জনপ্রিয় এবং ক্ষমতাশালী যে, তাঁকে সরানো হলে তিনি কার খুঁটি উপড়ে ফেলবেন, কে জানে! কিন্তু বিজেপি শিবিরের খবর হল, বছরের শেষে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে যোগী আদিত্যনাথকে সরানো হলে বিজেপির মধ্যে তা নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে।

রাজভবনের সাংবিধানিক ক্ষমতা বাড়ানো হোক, জোরাল সওয়াল রাজ্যপালদের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সংবিধান লঙ্ঘন করেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারগুলি। এমনকী, রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা করতেও পিছপা হচ্ছেন না রাজনৈতিক নেতারা। যাতে কড়া পদক্ষেপ করতে পারেন তাই রাষ্ট্রপতির কাছে সাংবিধানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি জানালেন একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল। জানা গেল, রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হওয়া দুদিনের রাজ্যপালদের সম্মেলনে রাজভবনে বসে নয়, জেলায় গিয়ে জনসংযোগ করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নরেন্দ্র মোদি জমানায় অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালদের সংঘাত নতুন নয়। অবিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের বিল রাজভবন আটকে রেখেছে। তা নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপালদের সতর্ক করলেও সমস্যা মেটেনি। জানতে পারা গিয়েছে, দুদিনের সম্মেলনে রাজ্যপালরা কীভাবে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যপালদের কাজ করতে হবে। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকায়। সরকারি পরিষেবা তাঁদের কাছে আদৌ পৌঁছাচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। এছাড়াও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সেতুবন্ধনে তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তবে সম্মেলনের শেষদিনে উল্লেখযোগ্য দিক কর্নাটক, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাবের রাজ্যপালদের কিছু দাবি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের কাছে সাংবিধানিক অধিকার বাড়ানোর দাবি করেন তাঁরা। সংবিধানে তাঁদের হাত-পা বাঁধা থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজন হলেও তা করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন বলে সূত্রের খবর।

পুনরায় নেট পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ চলতি বছরের ১৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে উজিসি নেট পরীক্ষা। তার পরের দিন, ১৯ জুন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ভারতীয় সাইবার ক্রাইম সমন্বয় কেন্দ্রের অধীনে ক্রাইম থ্রেট অ্যানালিটিক্স ইউনিট থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরীক্ষার অখণ্ডতার সঙ্গে আপস করা হয়েছে। এরপরেই সরকার সিদ্ধান্তে আসে যে পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তরের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করতে ১৮ই জুন নেওয়া নেট পরীক্ষাকী বাটিক করা হল। এর আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি জানিয়েছিল যে ২১ অগাস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পুনরায় ১৮ জুনের পরীক্ষাটি নেওয়া হবে। এর আগের বার 'পেন অ্যান্ড পেপার' মোডে পরীক্ষা নেওয়া হলেও এবার পরীক্ষা নেওয়া হবে 'কম্পিউটার বেসড টেস্ট' অর্থাৎ সিবিটি ফরম্যাটে। সম্প্রতি পরীক্ষার তারিখ এবং তালিকা প্রকাশ করেছে এন্টিএ। সেই অনুযায়ী ২১ তারিখ থেকে দুটি শিফটে হতে চলেছে পরীক্ষা। প্রথম শিফটটি সকাল ৯ঃ০ থেকে দুপুর ১২,০০, এবং দ্বিতীয় শিফটটি দুপুর ৩,০০ থেকে ৬,০০।

মন্ত্রীপদে পদত্যাগ অখিল গিরির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পর কড়া অবস্থান নিয়ে ছিল দল। দলের তরফে সুব্রত বক্সি ফোন করে অখিল গিরিকে ওই মহিলা বন আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। পাশাপাশি তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও বলেন। যদিও ওই কথা স্বীকার করেননি অখিল গিরি। আজই তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে দেন। সুব্রত বক্সির মন্তব্য নিয়ে অখিল গিরি বলেন, পদত্যাগ করে দিলেও সাধারণ মানুষের পাশে থাকব। মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করব কিন্তু রামনগরের বিধায়ক পদ তো থাকবে। আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনও আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইনি। ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। ইস্তফার নির্দেশ দিয়েছে দল। তা মেনে নিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন কারামন্ত্রী অখিল গিরি। জানালেন, আগামিকাল নয় আজই তিনি পদত্যাগ করছেন, তবে মানুষের সঙ্গে তিনি থাকবেন। তাঁর কথায়, আমার কাজে হয়তো দলের ক্ষতি হচ্ছে। সেই কারণেই পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি মেনে নিলাম। মন্ত্রিত্ব ছাড়া আমার কাছে বড় ব্যাপার নয়।

ঝাড়খণ্ডের জলে ডুবছে বাংলা, হেমন্তের সঙ্গে ফোনে কথা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ বাংলার বন্যা পরিস্থিতি 'ম্যান-মেড'। ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট থেকে আচমকা প্রচুর জল ছাড়ায় প্লাবিত হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। রবিবার বিষয়টি নিয়ে পড়শি 'বন্ধু' রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন মমতা। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন,এখনই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনজির সঙ্গে আমার কথা হল। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট থেকে আচমকা প্রচুর জল ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই জলে ইতিমধ্যে বাংলাকে প্লাবিত করতে শুরু করেছে। আমি ওঁকে বললাম, ঝাড়খণ্ডের জলে বাংলায় বন্যা হচ্ছে। যা ম্যান মেড। বিষয়টির দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করেছি।

মহিলা রেঞ্জারকে হুমকি কাণ্ডে কড়া তৃণমূল, অখিল গিরিকে ইস্তফার নির্দেশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ মহিলা রেঞ্জারকে হুমকির ঘটনায় কড়া অবস্থান তৃণমূলের। আগেই কারামন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যের নিন্দা করেছিল দল। এবার তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ তৃণমূলের। রবিবার মন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে এহেন নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। পাশাপাশি মহিলা আধিকারিকের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছে। ফোনে সংবাদ প্রতিদিন ডট ইন কে একথা জানান দলের মুখপাত্র শান্তনু সেন। তবে দলের তরফে এধরনের কোনও নির্দেশ পাননি বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন অখিল গিরি। দলীয় মুখপাত্র শান্তনু সেনের কথায়, অখিল গিরি মহিলা বন আধিকারিকের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তার বিরোধিতা করে ইতিমধ্যে তৃণমূল দলের তরফে জানানো হয়েছে, সেই আচরণকে সমর্থন করে না। আজ দলের নির্দেশে দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ফোনে তাঁর কথা বলে মহিলা আধিকারিকের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলেছেন। এবং দলের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তৃণমূল মুখপাত্রের সংযোজন, এরকম রাজধর্ম একমাত্র তৃণমূলই পালন করে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই পদক্ষেপের কথা ভাবতেও পারবে না। উল্লেখ্য, দলের কোনও পদে নেই অখিল। তবে মন্ত্রিসভার সদস্য তিনি। বিষয়টি নিয়ে কারামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, দলের তরফে এরকম কোনও ফোন পাইনি। কোনও নির্দেশ পাইনি। সুব্রত বক্সি দলের রাজ্য সভাপতি। দল কোনও নির্দেশ দিলে পালন করব।

জ্যোতিপ্রিয়র সংস্থায় বিপুল টাকার উৎসের তদন্তে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে এল চাঞ্চল্যকর নথি। এক বছরে নগদে সাড়ে ৬ কোটি টাকা জমা পড়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সংস্থায়। প্রায় কোটি টাকা জমা করেছিলেন আনিসুরের ভাই আলিফনুরও। কোথা থেকে এই বিপুল টাকা সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ এক চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিসে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। কথনই সেই অফিসের কম্পিউটারে মেলে জ্যোতিপ্রিয়র সংস্থার ব্যালান্স শিট। সেখানে দেখা যায় ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে বালুর সংস্থা ই এইচ গ্রুপ অফ কোম্পানিতে নগদে জমা পড়ে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে আনিসুরের ভাই আলিফনুর ওই একই অর্থ বর্ষে ই এইচ গ্রুপের কোম্পানিতে নগদে ৯৪ লক্ষ টাকা জমা করেন। দীর্ঘদিন ধরেই রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানও। বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ভাই আলিফকে। দুপুর ১২ টা নাগাদ তাঁরা হাজিরা দেন। টানা ১৪ ঘণ্টা জেরা করা হয়। তার পর রাতে তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় ও বাকিবুরের সঙ্গে যোগ নিয়ে মুখ খোলেননি ধৃতরা। তার পরেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সংস্থা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য এল তদন্তকারী সংস্থার হাতে।

ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতায় রাশ টানতে বিল আনছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ এবার ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতায় রাশ টানতে চাইছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য দ্রুত সংসদে একটি আইন আনা হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতেই এই সংক্রান্ত নতুন বিল সংসদে পেশ করা হতে পারে। যার ফলে ওয়াকফ বোর্ডের দখল করে নেওয়ার অগুনতি সম্পত্তির মালিকদের আবারও জমি ফেরত পাওয়ার একটা আশা দেখা দিয়েছে। বিশেষ সূত্রের খবর, কেন্দ্র চাইছে ওয়াকফ আইনে অন্তত ৪০টি সংশোধনী আনা হতে পারে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ওয়াকফ বোর্ডের আইন সংশোধন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৪০টি সংশোধনী নিয়েই কথা হয়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের জমি দখলের অধিকার আইনও। বর্তমান আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের দখল করা সম্পত্তি

বা জমিতে কোনরকম সরকারি পর্যালোচনা বা রিভিউ করা যায় না। পর্যালোচনা ছাড়াই ওয়াকফ বোর্ড জমি দখল করতে পারে। কোনও সম্পত্তি নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ওয়াকফ বোর্ডের আইনি বিবাদ চললেও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সরকার। সূত্রের খবর, সরকার এই আইনেই মূলত ওয়াকফ অধিকার খর্ব করতে চাইছে। বিতর্কিত কোনও সম্পত্তির মালিকানা আদতে কার, তাও খতিয়ে দেখার আইনি এক্তিয়ার সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। আরও একাধিক ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করা হতে পারে। আগামী সপ্তাহেই এই প্রস্তাবগুলি বিল আকারে আনতে পারে কেন্দ্র। ১৯৫৪ সালে পাশ হয় ওয়াকফ আইন। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন সংশোধন করে, ওয়াকফ বোর্ডকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৩ সালেও একবার ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ওয়াকফ বোর্ডের সারা দেশে ৮.৭ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে, যা ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে বিস্তৃত।

হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ, সমগ্র দেশে মৃত্যু বেড়ে ২৩

ঢাকা, ৪ আগস্ট ঃ ফের হিংসার আগুনে অশান্ত হয়ে উঠল বাংলাদেশ। আবারও পথে বাংলাদেশের পড়ুয়া, যুবসমাজ। তাঁদের এ বার দাবি একটাই, শেখ হাসিনা সরকারের অপসারণ। রবিবার থেকে সে দেশে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল আওয়ামী লীগ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ালেন আন্দোলনকারীরা। বন্ধ করা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। নিহতদের মধ্যে ফেনীতে পাঁচজন, পাবনায় তিনজন, মুন্সিগঞ্জে দু'জন, বগুড়ায় দু'জন, মাগুরায় দু'জন, রংপুরে দু'জন, সিলেটে দু'জন, ঢাকার সাভার ও জিগাতলায় একজন করে দু'জন এবং বরিশাল, কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জে একজন করে নিহত হয়েছেন। আন্দোলন নিয়ে এ বার মুখ খুলল শেখ হাসিনার সরকার। দেশের তথ্য এবং সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ আলি আরাফত জানিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে চান তাঁরা। হিংসা 'দমনে' জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। গতকালই পড়ুয়াদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির জেরে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে জামালপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাই, কুমিল্লা সহ দেশের একাধিক একালা। পুলিশের সঙ্গে কয়েকদফায় সংঘর্ষ হয়েছে শিক্ষার্থীদের। ছাত্রদের মিছিলে কয়েকজন দুষ্কৃতী গুলি চালিয়েছে বলেও অভিযোগ।এই আন্দোলনে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিএনপি ও জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে। শাসকদল আওয়ামি লিগের দাবি, এই ছাত্র আন্দোলন এখন বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বে চলে গিয়েছে।

অযোধ্যা ধর্ষণ মামলায় ইন্ডি জোটকে তোপ গিরিরাজের, নীরবতা নিয়ে তুললেন প্রশ্ন

বেগুসরাই, ৪ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ধর্ষণের মামলার প্রেক্ষিতে বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব ও তেজস্বী যাদবের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গিরিরাজ সিং। রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, ''রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদব, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের সব নেতারা এ বিষয়ে নীরব, যেহেতু অভিযুক্ত একজন মুসলিম। কিন্তু, সনাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় আসলে, তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং সনাতনের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

রাজ্য সরকারের বৈঠক

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃচলতি বর্ষার মরসুমে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পৌরহিত্যে আগামী বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে স্বাস্থ্য, পুর দপ্তরের আধিকারিকরা ছাড়াও সব পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস স্মরণেঃ- বিদ্যালয়ের কচিকাচা বাচ্চাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্বসংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ ১৮৯১ সালের(গত ২৯শেজুলাই) ঐদিনে বর্ণপরিচয় এর স্রষ্টা,বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী,মহান পন্ডিত,সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ,লেখক এবং দার্শনিক বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রয়াত হন।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণ দিবস স্মরণে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি। মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়ের ভাষায় -অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মতো যার আবির্ভাব এই ধরাধামে, যিনি প্রাচীন আর্য ঋষির মতো প্রজ্ঞাবান,তরুণ ইউরোপীয়দের মতো কর্মযোগী এবং বাঙালি মায়ের মতো যার কোমল হৃদয়,যিনি বাংলার নবজাগরণের পথিকৃ,নারী মুক্তি আন্দোলনের স্রষ্টা- -তিনি হলেন বাংলার গৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এদেশে বাল্য শিক্ষার পথ দেখিয়েছেন। বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। বাংলার মাটিতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে যদি কেউ কখনো সফল আন্দোলন করে থাকেন তবে তাঁর নাম অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মা ও দেশের মাটির প্রতি তাঁর টান ছিল সহজাত।

আইইএম-এ ঘোড়সওয়ার-এর পাঠ

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃঘোড়ায় চড়ার পাঠ দিয়ে সম্প্রতি অভিনব কায়দায় বি.টেক -এর প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের স্বাগত জানাল ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম)।বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ঘোড়সওয়াররা নবীন এই পড়ুয়াদের হাতে ধরে ঘোড়ায় চড়ার কৌশল শিখিয়ে দেন। এছাড়াও নিজেদের সুরক্ষা বজায় রাখার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি চলে হাতে-কলমে অনুশীলনও। ঘোড়া চালানোর সঙ্গে যে বিশ্বাস এবং যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, সেই বিষয়টির ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেন তাঁরা। প্রথমবার এমন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি এমন পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ তাঁদের সকলকেই অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে।'প্রফেসর ড. সমাপিকা দাস বিশ্বাস বলেন, আইইএম এ আমরা ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক মানোন্নয়নে বিশ্বাস করি। এই ঘোড়ায় চড়ার শিক্ষাদান তারই মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ। আইইএম-এর ডিরেক্টর, প্রফেসর ড. সত্যজি চক্রবর্তী বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য শুধু মাত্র ছাত্রছাত্রীদের মেধা সংক্রান্ত সাফল্য নয় বরং তাঁদের জন্য সবদিক থেকে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যাতে তাঁদের পূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়।

কমছে জন্মহার, কর্মশালায় বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নিয়ে বিশ্লেষণ

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ২০০০ সালে ভারতবর্ষে জন্মহার ছিল ৩.৩৫ শতাংশ। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ২.১১২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও করুণ। এই রাজ্যে জন্মহার মাত্র ১.২ শতাংশ। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিসের রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে ইনফার্টিলিটি ফিজিশিয়ান ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের দল। গত শনিবার ' সৃষ্টি ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক'-এর বার্ষিক সম্মেলনে সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মের চিকিৎসকদের (যারা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করছেন) জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষ বিশ্বের মানচিত্রে একেবারে সামনের সারিতে হলেও (১৪৫ কোটি) পৃথিবী জুড়ে সন্তানহীনতার সমস্যা বাড়ছে। এটা একটা আশঙ্কার কথা। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ বরিষ্ঠ নাগরিক। মানুষের গ। আয়ু বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যা বাড়লেও জন্মহার অনেক কমে

গেছে।এক দিনের এই কর্মশালায় তরুণ চিকিৎসকদের বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পাওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানী দীপ্যমান গাঙ্গুলি, সৃষ্টি-র অধিকর্তা বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ সুদীপ বসু, মুম্বইয়ের চিকিৎসক নীতিন চৌবাল, স্মিত প্যাটেল, খুরশিদ আলম, অভিনিবেশ চ্যাটার্জি, সুজয় দাসগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হাতেকলমে বন্ধ্যাত্ত্বের চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন।বন্ধ্যাত্ত্বের চিকিৎসায় আলট্রা সনোগ্রাফির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাধুনিক ফিউচার আলট্রা সনোগ্রাফি, এন্ডমেট্রিওসিসের চিকিৎসায় বাটারফ্লাই পেরিটনেক্টমি, ল্যাটেরাল পেলভিক ওয়ালের ইউরেটার ডিসেকশন, ডুয়াল ট্রিগার ইন আইভিএফ, রোবোটিক সার্জারি ইন গায়নোকলজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ডা সুদীপ বসু জানান যে, অন্যান্য অসুখের মত বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রেও শুরুতে চিকিৎসা করালে ভাল ফল পাওয়া যায়, খরচও তুলনামূলক কম হয়। আসলে জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সন্তানধারণের সমস্যা বাড়ছে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে সন্তান না হলে কিছু নিয়মমাফিক পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়।যেমন ধরুন কারুর হরমোনের তারতম্য অথবা কারুর টিউব ব্লক অথবা কোনও সিস্ট আছে। সেক্ষেত্রে এগুলির চিকিৎসা করলেই সন্তান ধারণ সম্ভব। যদি এই চিকিসা করে কোনও সুফল পাওয়া না যায় তখনই টেস্ট টিউব বেবি অর্থা আইভিএফ এর সাহায্য নিতে হয়। বন্ধ্যাত্বের কারণ বহুমুখী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা, ফ্যালোপিয়ান টিউবের গোলমাল, এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনিং এর ত্রুটি অপর্যাপ্ত শুক্রাণু ইত্যাদি নানান সমস্যা বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনে। আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক অর্থা এআরটির সাহায্যে এই সমস্যাগুলিকে যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে সন্তান ইচ্ছুক দম্পতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। সকলেরই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কদমতলায় বিজেপি প্রার্থীদের জমজমাট ভোট প্রচার

কদমতলা (ত্রিপুরা), ৪ আগস্ট ঃ ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭০ শতাংশ আসনে জয়ী বিজেপি। কিন্তু ব্যতিক্রম কদমতলা। এখানে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস ও নির্দলীয় প্রার্থীরা লড়াই করছেন। ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি প্রচার থেকে শুরু করে উঠান সভা, বাজার সভা চালিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি।উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লক এলাকার সবচেয়ে হেভিওয়েট প্রার্থী উত্তর জেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজি ঘোষ। তরুণ এই যুবনেতা তাঁর নিজের চার নম্বর আসন ছাড়াও গোটা ব্লক এলাকায় ভোট প্রচারে ঝড় তুলেছেন। নির্বাচনী প্রচারে পা মিলিয়েছেন তাঁর সহধর্মিনীও।বিশ্বজিৎ ঘোষ কদমতলা বিজেপির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। রেকর্ড মার্জিনে এবারও তাঁর জয় নিশ্চিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। বাড়ি বাড়ি প্রচার থেকে শুরু করে গোটা ব্লক এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন এই নেতা।তাঁর বক্তব্য, বিরোধীরা বলে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই। অথচ কদমতলায় সবাই ভোটে ল।ছেন। বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু করছেন না। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ বিজেপির পক্ষে যাচ্ছে।প্রসঙ্গত, জেলার সহকারী সভাধিপতি থাকা অবস্থায় ৫ বছর নিজের বেতন না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন তিনি।

নদী-সংলগ্ন নানা অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আবেদন

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃনদী-সংলগ্ন নানা অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আবেদন করল রাজ্য সরকার। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদেরও। বিশেষ করে আগামী ৫ ও ৬ তারিখে, অর্থাৎ সোম ও মঙ্গলবার বেশি সতর্ক থাকতে হবে। তবে রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দিয়েছে সরকার। গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পরামর্শদাতা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন।নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে আলাপনবাবু এদিন বলেন, সঠিক পরিস্থিতি বুঝে নদী পাড় কিংবা কোনও বিপদজনক জায়গা থেকে সরে যাওয়ার বিষয়ে সরকারের অনুরোধ রাখতে হবে। এই সঙ্গে, যাতে এক তরফে জল ছাড়া না হয় সেই জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে রাজ্যের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। কীভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় তার সব রকম প্রস্তুতি চলছে।বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান এই চার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। তাই শনিবারের নবান্নের তরফে জেলার প্রশাসনকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়। সেই সঙ্গে ডিভিসিকেও কড়া বার্তা দেয় নবান্ন। রাজ্যে ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে বৈঠক ডাকেন রাজ্যের মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকা।এদিন বৈঠক থেকে ডিভিসির চেয়ারম্যানকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়, সেচ দফতরের সঙ্গে কথা বলে তবেই জল ছাড়তে হবে। ইচ্ছামত জল ছাড়া যাবে না।

এএপি-র অভ্যেস হল নিজেরা কিছু করবে না, শুধু আধিকারিকদের দোষারোপ করবেঃবাশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ বাশুরি স্বরাজ। রবিবার বাশুরি স্বরাজ বলেছেন, আম আদমি পার্টির অভ্যেস হল নিজেরা কিছু করবে না, শুধু আধিকারিকদের দোষারোপ করবে। এদিন সকালে দিল্লির নারাইনাতে দিল্লি বিজেপির বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নেন বাশুরি। নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। পরে তিনি বলেছেন, এটি এএপি-এর পুরানো অভ্যাস, তাঁরা কোনও কাজ করবে না এবং যখন কিছু সংকট দেখা দেয়, তারা অফিসারদের দোষ দেয়। ম্যানহোল খোলার এই সংকট এসেছে, কারণ তারা সময়মতো ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করেনি...এএপি সরকার গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে এবং প্রতি বর্ষায় দিল্লি ডুবে যায়। এখন খুব তাড়াহুড়ো করে, তারা ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য ম্যানহোল খুলছে কিন্তু তারা এতটাই অসতর্ক যে তারা এটি বন্ধ করতে ভুলে গেছে... ডিফেন্স কলোনিতে ৭ বছর বয়সী এক শিশু স্কুলে যাওয়ার সময় ড্রেনে পড়ে যায়, ভাগ্যক্রমে তার বাবা তাকে ধরে ফেলে।

আগামী ১৬ ই আগস্ট রাজ্য জুড়ে খেলা দিবস পালন

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃজেলা স্তরে খেলাধুলার প্রসারে রাজ্য সরকার আগামী ১৬ ই আগস্ট রাজ্য জুড়ে খেলা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই দিন পাহাড়ের জিটিএর অধীনে থাকা এলাকা সহ রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, পুরসভা পুর নিগম এলাকায় ফুটবল খেলার আযোজন করতে হবে বলে জানিয়ে.ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের তরফে সব জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুর কমিশনারদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রতিটি খেলা আয়োজন করার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পেশাদারী কোর্সে প্রশিক্ষণ

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,৪ আগষ্টঃ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পেশাদারী কোর্সে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আরো একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কে অনুমোদন দিতে চলেছে। এইজন্যে আজ রাজ্য বিধানসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে সরকার পক্ষ একটি বিল আনতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে এই বিশ্ববিদ্যালযটি তৈরির জন্য দি স্কিল, নলেজ এন্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৪ এর উপরে এক ঘন্টা আলোচনা হবে। পরে সরকার পক্ষের আনা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নিন্দা প্রস্তাবের উপরে ২ ঘন্টা আলোচনার কার্যসূচী রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা। অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বিধানসভায় প্রস্তাবিত বনমহোসবের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

এটাওয়া, ৪ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। ডাবল ডেকার বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এটাওয়া-র এসএসপি সঞ্জয় কুমার বর্মা বলেছেন, গত শনিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রায়বরেলি থেকে দিল্লিগামী একটি ডাবল ডেকার বাসের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। বাসে ৬০ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িতে থাকা ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।ডাঃ বিবেক চৌধুরী, সিএমও, সাইফাই পিজিআই বলেছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যরাতের পরে। একটি বাস এবং গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে এবং প্রায় ৫০ জন রোগী এখানে এসেছেন... সকলের চিকিৎসা চলছে। ৬-৭ রোগীর অবস্থা গুরুতর।

বিপর্যস্ত ওয়ানাড়ে ফাঁকা বাড়িতে চোরের উপদ্রব, দুশ্চিন্তায় স্থানীয়রা

ওয়ানাড, ৪ আগস্টঃ বিধ্বস্ত ওয়ানাডে বিপর্যয়ের পর ষষ্ঠ দিনে রবিবারও উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৩০৮। এদিনও ওয়ানাডের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে তল্লাশি অভিযান চলছে। এখনও বহু মানুষের কোনও খোঁজ নেই। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে নতুন উপদ্রব। অভিযোগ, গোটা এলাকায় বেড়েছে চোরের উৎপাত। রাতের বেলা এই চুরি ঘটছে বলে জানা গিয়েছে। তাই রাতের দিকে পুলিশ নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিপর্যয়ের পর প্রশাসন তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বাড়ি ফাঁকা রেখেই যেতে হয় তাঁদের। সেখান থেকে তাঁরা যখন তাঁদের বাড়িতে ফেরেন, দেখেন, দরজা ভেঙে চুরি করা হয়েছে। এই

আলুর বর্ধিত দাম নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ শ্যামবাজারে

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃউত্তর কলকাতা মহিলা মোর্চার পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও বিজেপির অন্যতম কর্মকর্তা নারায়ণ চ্যাটার্জির উদ্যোগে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে আলুর বর্ধিত দাম নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব গয়নার বক্সে গয়নার পরিবর্তে আলু রেখে প্রতিবাদ জানায়, যা জনমনে কৌতূহল ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, আলুর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। তাদের এই অভিনব প্রতিবাদটি আলুর মূল্য নিযন্ত্রণের দাবিতে একটি শক্তিশালী বার্তা

পরিবেশরক্ষার্থে পূর্বরেলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ১০ লক্ষ বৃক্ষচারা রোপণের পরিকল্পনা

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ পরিবেশরক্ষার জন্য পূর্বরেল এবছর ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করার কর্মসূচি নিয়েছে। যার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হযেছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরিবেশ দূষণ কমানো।পূর্বরেলের বিভিন্ন স্টেশন ও রেল পরিসরে বাগান এবং মিনি ফরেস্ট স্থাপন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, যা সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। এবার আরও বৃহত্তর পরিসরে বৃক্ষরোপণ করা হবে, যাতে পুরো পূর্বরেলের নেটওয়ার্ককে গ্রিন জোন-এ পরিণত করা যায়।শিয়ালদহ ডিভিশনে ৩ লক্ষ, আসানসোল

ডিভিশনে ২ লক্ষ ৪০ হাজার, হাওড়া ডিভিশনে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার এবং মালদা ডিভিশনে ১ লক্ষ ৩০ হাজার বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭২ হাজার গাছ ইতিমধ্যেই লাগানো হয়েছে, যার মধ্যে শিয়ালদহ ডিভিশনে ৭৫ হাজার, আসানসোল ডিভিশনে ১৫ হাজার, হাওড়া ডিভিশনে ৭২ হাজার এবং মালদা ডিভিশনে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।পূর্বরেলের সব অফিস, ডি.আর.এম. ভবন, ওয়ার্কশপ এবং রেল অফিসার ও কর্মীদের আবাসন এলাকায় এই সবুজায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রেলওয়ের অফিসার ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছেন। রেলের অব্যবহৃত জমি এবং জমির সীমানা বরাবর গাছ লাগানো হবে, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি অবৈধ দখলদারির প্রবণতা কমাবে। তবে, ট্র্যাক ও সিগনালের দৃশ্যমানতা এবং রেল চলাচলের সুরক্ষার দিকটিও বিশেষভাবে নজরে রাখা হবে বলে জানা গেছে রেল সূত্রে।

'রাষ্ট্র নির্মাণ'-এর অর্থ সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়াঃরামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ 'রাষ্ট্র নির্মাণ'-এর অর্থ সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা এখন যা কিছু আছি তা সমাজের কারণে, সমাজের সাহায্যের কারণে এবং আমরা সমাজকে কী দিতে পারি। এই অভিমত পোষণ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। 'বিশ্বগুরু' হিসাবে ভারতের উত্থানের ওপর পঞ্চম ডাঃ রাজারাম জয়পুরিয়া স্মারক বক্তৃতায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন, এটি একটি ছোট পরিসরে করা যেতে পারে, তবে, যখন আমরা দেশ গঠনের জন্য নিয়ে যাই তখন আমরা প্রকৃত অর্থে 'রাষ্ট্র নির্মাতা' হয়ে উঠি।প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ গত শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জয়পুরিয়া গ্রুপ অফ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দ্বারা আয়োজিত পঞ্চম ডাঃ জয়পুরিয়া

মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশ 'অমৃত কাল'-এর সূচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করব, এটি বিভিন্ন মাত্রায় ভারতকে শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে পরিণত করার জন্য আমাদের গণপ্রচার। তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচানোর জন্য ভোটদানের আহ্বান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিসের

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৪ আগস্ট ঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিসকুমার সাহা শনিবার গোমতি জেলার উদয়পুরের কাঁকড়াবনে দলীয় কর্মী নিত্যগোপাল সাহার বাড়িতে সভা করেছেন।সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের ছিঁটেফোটাও পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি আগামী দিনে সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটা পরিবর্তন এ রাজ্যের জনগণ চাইছে।পরিবর্তনের পক্ষে মানুষ যাতে অবিচল থেকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে পারে সেই দিয়ে জনগণ এগিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যের মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে সংবিধান বাঁচানোর জন্য এবং বিভেদকামী শক্তিকে পরাজিত করার জন্য তিনি আহ্বান রাখেন।

আন্তর্জার্তিক বন্ধুত্ব দিবস পালিত হল

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ ৪ ঠা আগস্ট। রবিবার। ভারতের বন্ধুত্ব দিবস। আমাদের দেশে আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে পালিত হয়। তাই এ বছর বন্ধুত্ব দিবস হল ৪ ঠা আগস্ট।হলমার্ক কার্ড এর প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল বন্ধুত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য একটি দিন উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছিল যখন জাতিসংঘ ২০১১ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখ কে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিল।বন্ধুত্ব দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য মানুষ, দেশ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্বকে লালন করা। যারা শান্তি প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। দিনটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার। বন্ধন কে শক্তিশালী ও মজবুত করার দিন। বন্ধুত্ব যে আনন্দ নিয়ে আসে তা উদযাপন করার একটি সুযোগ হিসাবে কাজ করে ।আজকের দিনে মানুষ উপহার বিনিময় করে। বার্তা পাঠায়।

একসাথে সময় কাটায়। এগুলি বন্ধুত্বের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। বন্ধু ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই এই দিনটির গুরুত্ব যথেষ্ট। এই দিনটি হল বন্ধুদের সম্মান জানানোর দিন।১৯৯০ এর দশকে বলিউড সিনেমার প্রভাবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন ব্যাপকভাবে সাড়া পড়েছিল। ফ্রেন্ডশিপ ফর এভার। সাহিত্যের ভাষায়-বন্ধুত্ব চিরকালের। বন্ধুত্ব চিরদিনের। আর সেই বন্ধুত্ব আরোও মজবুত হয়.যখন এটা আমৃত্যু হয়। তাই বন্ধুত্বকে অমর তকমা দেওয়া হয়েছে। আর গভীর বন্ধুত্বের কারণে-সমঝোতার কেমিস্ট্রি-দারুণভাবে কাজ করে।

সলোপ মোড় ব্রিজের নিচের রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত, প্রতিদিন উল্টে যাচ্ছে টোটো ও বাইক

হাওড়া, ৪ আগস্ট ঃ সলোপ মোড় ব্রিজের নিচের রাস্তা এতটাই খারাপ অবস্থায় রয়েছে যে প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১২টি টোটো উল্টে যাচ্ছে এবং বাইক আরোহীরাও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় দোকানদার ও পথচারীদের অভিযোগ, এই রাস্তাটি দুই থেকে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, প্রশাসনের কোনও নজর নেই।শনিবার সকালে একই ঘটনা ঘটে যখন একটি টোটো উল্টে যায় এবং চাকা খুলে যায়। অল্পের জন্য যাত্রী ও চালক রক্ষা পান। রাজু চক্রবর্তী নামে এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, রাস্তার এমন অবস্থা যে টোটো এবং বাইক উল্টে পড়ছে। বৃষ্টি বাদলের দিনে জল জমে পরিস্থিতি

আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ফলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। এখন সাধারণ মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন, কবে এই চরম দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে। রাস্তাটি দ্রুত মেরামতের দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

বিদ্যালয়ে হাতে কলমে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃপশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ মোতাবেক-বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পাক্ষিক-কে সামনে রেখে বাঁকুড়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ শিখানো হচ্ছে। কিভাবে খাবার আগে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে হবে তা হাতে-কলমে দেখানো হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মাতা শিক্ষক সমিতির সদস্যাগণ। এই শিবিরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিধির নিয়মগুলি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে অভ্যাস করলে চলবে না। সেগুলি তাদের বাড়িতেও প্রয়োগ করতে হবে। বিদ্যালয়ের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেলঃখাবার আগে ধুয়ে হাত, সুস্থ থাকি দিন রাত।।

নিরাপদে পশ্চিমবঙ্গের ২৪২পরিযায়ী শ্রমিককে ফেরাতে তৎপর রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ নিরাপদে ২৪২ পরিযায়ী শ্রমিকদের কেরল থেকে ফেরত আনতে অধিক তপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইতিমধ্যেই ১৫৫ শ্রমিকের সঙ্গে কথা হযেছে। সুস্থ রযেছেন সকলে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুই রাজ্যের সরকারের মধ্যে এই নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা চলছে।ওয়েনাড জেলাতে ভূমিধস ও হড়পা বানের কারণে এই বিপত্তি। ইতিমধ্যেই দুই সাংসদ সুস্মিতা দেব ও সাকেত গোখেল অকুস্থলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেখানে পৌঁছেছেন। স্থানীয় জেলাশাসকের সঙ্গেও তাদের কথা হযেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের সঙ্গেও দেখা করেছেন এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস এর রাজ্যসভার দুই সাংসদ।এরপর সংবাদ মাধ্যমে একযোগে ওই দুই সাংসদ বলেন, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা এই নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে। যদিও জেলা পর্যায়ে এই তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক আটকে রযেছেন যারা তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১, এখনও নিখোঁজ ৫০

শিমলা, ৪ আগস্ট ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ। গিয়েছে একাধিক প্রাণ। নিখোঁজ বহু। রবিবার জানা গেছে, আরও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো ৯, নিখোঁজ ৪৫ জন। তাঁদের খোঁজে চলছে অভিযান। পাশাপাশি একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারতীয় জওয়ান ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা।জানা গেছে, কুল্লুর তিনটি গ্রাম, মান্ডির দুটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে শিমলাতেও। ফলে এই গ্রামগুলিতেই বেশি করে অভিযান চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই হিমাচল প্রদেশে হয় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। তার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখানকার কয়েকটিগ্রামে। তার পর থেকে এখনও জারি আছে উদ্ধারকাজ।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫ শতকরা এবং ৮৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১০টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৯ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৭মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃকোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। সন্তানের কুকীর্তির জন্য পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

বৃষ রাশিঃ কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সাবধানে থাকবেন। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ।

মিথুন রাশিঃনিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি ঃ স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে সমস্যার জন্য চাকরি পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।

সিংহ রাশি ঃ ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যার সমাধান এই সময় হতে পারে। বিবাহের যোগ আছে।

কন্যা রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদোন্নতি ও আর্থিক উন্নতি। সৃজনশীল কাজে উন্নতি। বাড়িতে অতিথি আসবে।

তুলারাশিঃ বাবা ও মায়ের একাকীত্বে তাঁদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।।

বৃশ্চিক রাশিঃ স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্টি সাংসারিক জীবনে প্রসার হবে।

ধনু রাশি ঃ নিকটজনদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বজায় থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাবধানতা হতে হবে।

মকর রাশিঃ সাংসারিক জীবনে সুখও শান্তি হতে পারে আজ।

কুম্ভ রাশি ঃব্যবসা বাণিজ্য আশাপ্রদ। আর্থিক স্থিতিতে উন্নতি। লগ্নিতে বাধা নেই আজ।

মীন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সংসারে শান্তি ফিরতে আজকে। স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতিতে যত্নবান হওয়া

ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরতে আর মাস দুয়েকের অপেক্ষা। শহর কলকাতা যখন থিমপুজোর নাম শোনেনি তখন আমাদের ক্লাব দুর্গা বানিয়ে সাড়া ফেলেছিল সমালোচক মহলে। ঘরের মেয়েকে আবার সেই সোনালী দিনের মোড়কে ফেরত আনছি। দুর্গার সথে থাকছে থিমের চমক। এবারের আমাদের চমকের নাম 'শ্বেত পৃথিবী' রাজবল্লভ পাড়া ষড়ঙ্গ দুর্গোৎসব সমিতির খুটিপুজো।

৩ সেপ্টেম্বর চালু হবে ঢাকা-কলকাতা ও চেন্নাই ফ্লাইট এয়ার ইন্ডিয়া

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে সরাসরি কলকাতা ও চেন্নাই ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে। এই রুট দুটিতে অন্যান্য এয়ারলাইন্স-এর চেয়ে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে ২৫ ভাগ কম ভাড়ায় ভ্রমণ করা যাবে। ভারতীয় পতাকাবাহী এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা রুটে দৈনিক ফ্লাইট পরিচালনা করবে। একমুখী ভাড়া ঢাকা-কলকাতা রুটে ৬,৭৬০ টাকা এবং ঢাকা-চেন্নাই রুটে ১০,৪২৩ টাকা। ফেরত ভাড়া যথাক্রমে ১১,৭৬৪ টাকা এবং ১৭,১৬০ টাকা। স্থানীয় জেনারেল সেলস এজেন্ট (জিএসএ) মাস ট্রাভেল অ্যান্ড টু্রস লিমিটেড ও রিদম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহাগ হোসেন এ খবর দিয়ে বলেন, এই দুটি গন্তব্যস্থলে বর্তমানে পরিচালিত অন্যান্য উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোর তুলনায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে ভাড়া ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কম হবে। তিনি আরও বলেন, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে অন্যান্য গন্তব্যে পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট চালু করার পরিকল্পনা করছে।

নববারাকপুর পুরসভার কৃতী পড়ুয়া ও তাদের রত্নগর্ভা মায়েদের সংবর্ধনা

নববারাকপুর, ৪ আগস্টঃ নববারাকপুর পুরসভার ৫নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিবেকানন্দ মঞ্চে ওয়ার্ডের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের উৎসাহ প্রদানে সংবর্ধিত করা হয় এদিন। শুরুতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। তারপর প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পুরপ্রধান সহ উপস্থিত পুর প্রতিনিধি রা। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা, তনয় দাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন। ওয়ার্ডের কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন। ওয়ার্ডের শিল্পী কলাকুশলিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পীরা সংগীত নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন। পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার নেতৃত্বে প্রতিটি ওয়ার্ডে কৃতী ছাত্রছাত্রী ও তাদের মায়েদের সম্মানিত করা শুরু হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পঞ্চাশ জন কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের সংবর্ধিত করা হয় মঞ্চে। আগামী প্রজন্মের কৃতী ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় আরো বেশি করে এগিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করা হল। ছেলে মেয়েদের এগিয়ে চলার পথে মায়েরাই প্রথম শিক্ষা গুরু মা। তাই রত্নগর্ভা মায়েদের ও সম্মানিত করা হয় এদিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সমাজসেবী নীলাদ্রি শেখর মজুমদার। অন্যদিকে একটি গাছ একটি প্রাণ। গাছ লাগান জীবন বাঁচান। বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ সচেতনতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে রবিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে স্থানীয় পুরাতন বাজার প্রাঙ্গণে চার শতাধিক চারাগাছ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস,পুরসভার বড় বাবু সজল নন্দী মজুমদার, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ সহ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন সহ একঝাঁক পুর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের নাগরিকরা। চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে ঘিরে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল বেশ ভালো। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন উষ্ণায়ন রোধে গাছ লাগান জীবন বাঁচান। শহর সবুজায়নে নববারাকপুর কে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষমাত্রা কে সামনে রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে এক হাজার চারাগাছ রোপন করবার লক্ষে শহর সবুজায়নে এগিয়ে নিয়ে যেতে পুরসভার উদ্যোগে মেহগনী শিশু বকুল সহ ফুল ও ফলের চারাগাছ বিতরণ করা হল। প্রতীকি হিসেবে পুরপ্রধান একটি করে মেহগনী ও শিশু গাছ উপপুরপ্রধান সহ অন্যান্য পুর প্রতিনিধি দের হাতে তুলে দেন।

এক মহিলার দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ৪ আগস্টঃ ড্রেনের মধ্যে থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার দেহ উদ্ধার হলো হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার জানাগেট এলাকায় ড্রেন থেকে উদ্ধার হয় ওই মৃতদেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ধারে কিভাবে ড্রেনে মহিলার দেহ এলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চ্যাটার্জিহাট থানা সূত্রের খবর মহিলার পরিচয় বিকেল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মহিলা ভবঘুরে প্রকৃতির বলেই অনুমান করা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে আবারও ডুবলো ট্রলার, উদ্ধার ১৪ জন মৎস্যজীবী

দুরন্ত বার্তা, পাথরপ্রতিমা, ৪ আগস্টঃ আবহাওয়ার উন্নতি হতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন মৎস্য বন্দর থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বহু মৎস্যজীবী ট্রলার। রবিবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পাথর প্রতিমার এল প্লট থেকে এফবি দশভূজা নামে একটি ট্রলার ১৪ জন মৎস্যজীবী নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।

পাথরপ্রতিমার বাঘের চড়ের কাছে উত্তাল ঢেউয়ের কারণে ট্রলারে পাটাতন ফুটো হয়ে ট্রলারের মধ্যে জল ঢুকতে থাকে এরপর মুহুর্তের মধ্যে হু হু করে ট্রলারের মধ্যে জল ঢোকার কারণে মুহূর্তের মধ্যে ট্রলারটি ডুবে যায়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ট্রলার থেকে গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দেন মৎস্যজীবীরা। সমুদ্রে মৎস্যজীবীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে দেয়। মৎস্যজীবীদের চিৎকার শুনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে আশপাশে থাকে অন্যান্য ট্রলার । তাদের সহযোগিতায় ১৪ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এরপর ওই মৎস্যজীবীদের নামখানা মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসা হয়। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কাকদ্বীপ সুপার

স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ওই মৎসজীবীরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং সকল মৎস্যজীবীরা সুস্থ রয়েছেন । এ বিষয়ে সুন্দরবন ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশনের শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, নিম্নচাপের পর আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার কারণে পাথরপ্রতিমার এল প্লট থেকে এফবি দশভূজা নামে একটি ট্রলার ১৪ জন মৎস্যজীবীদের নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল।

সেই সময় বাঘের চরের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই ট্রলারটি। প্রাণ বাঁচাতে গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দেন মৎস্যজীবীরা । তাদের চিৎকার শুনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে অন্যান্য বেশ কয়েকটি ট্রলার। অন্যান্য মৎস্যজীবী ট্রলারের সহযোগিতায় এফবি দশভূজাতে থাকা সকল মৎস্যজীবীদের নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা সকলে সুস্থ রয়েছেন।

'ত্রিপুরার প্রতিটি পঞ্চায়েতে আবারও ফুটবে পদ্ম'

আমবাসা, ৪ আগস্টঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির ধলাই জেলা কার্যালয়ে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল প্রার্থীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। বৈঠক দলের ধলাই জেলার নেতাদের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া এদিন ঊনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া মণ্ডলের অন্তর্গত কুমারঘাটস্থিত কো-অপারেটিভ কমিউনিটি হল-এ আয়োজিত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল প্রার্থীদের নিয়ে সাংগঠনিক নির্বাচনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না ঘুরে দেখলেন খানাকুলের ঠাকুরানিচক এলাকা

বনস্পতি দে, খানাকুল হুগলি, ৪ আগস্টঃ খানাকুল এমনিতেই বন্যা কবলিত এলাকা। এর মধ্যে নিম্নচাপের জেরে এক টানা বৃষ্টি চলছে। তাই আগে ভাগেই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হুগলি জেলাশাসক। ঘুরে দেখলেন খানাকুলের ঠাকুরানিচক এলাকা। যদিও গোটা বিষয়টিই লোক দেখানো বলে কটাক্ষ বিজেপির। খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক বলেন, ''জনগণের টাকা লুটের জন্য ফটোশুট। ত্রাণ আসবে, ত্রিপল আসবে, চাল আসবে লুট হবে। লুটের জন্য নেতারা এসেছেন। এ দিন স্থানীয় পঞ্চায়েতস্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি একটি বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা আরামবাগ পুরসভার কাউন্সিলর স্বপন নন্দী, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা সহ একাধিক নেতা-নেত্রীরা। বন্যায় প্রশাসন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত আছে বলেও আশ্বাস দিয়ে যান মন্ত্রী বেচারাম মান্না। যাঁরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের পাশে সরকার অবশ্যই থাকবে বলেও জোর দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নদীর জল উপচে গিয়েছে। এখানকার পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ডুবেছে।তার মধ্যে তিনি ঘোষ পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে দেখলেন। রবিবার তাঁকে জল পাড়িয়ে পায়ে হেঁটে পরিস্থিতি খতিয়েও দেখতেও দেখা যায়। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন,মন্ত্রী এসে মুখ দেখিয়ে চলে গেলেন। কেন তিনি ঠাকুরাণিচক, ধান্যঘোড়ি,মারোখানা, জগৎপুর এলাকায় গেলেন না। যে পঞ্চায়েত গুলি বেশি প্রভাবিত।বেশি জলমগ্ন,বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কেন গেলেন না। ঘোষপুরে সেই ভাবে কিছুই হয়নি। আসলে এই চারটি পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। তাহলে কি বন্যা শুধু বেছে বেছে তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েত গুলিতে হয়? ত্রাণ কোথায়? চার পাঁচটা করে ত্রিপল দিয়ে সেরে দিচ্ছেন নাকি। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খানাকুলের বিধায়ক। বিজেপি বিধায়ক এও বলেন, ''দীর্ঘ ১৪ বছর হতে চলল রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটা নদীর উপরও ব্রিজ বানাতে পারল না ? আজকে চলছে জনগণের টাকা লুটের জন্য ফটোশুট। ত্রাণ আসবে, ত্রিপল আসবে, চাল আসবে লুট হবে। লুটের জন্য নেতারা এসেছেন।

হরিপালের ডাকাতিয়া খাল সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ

ভরা বর্ষায় সেই খালের জলই ডুবিয়ে ছাড়ল কয়েকশো বিঘা ধানের জমি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ আগস্টঃ হরিপাল ব্লকের উপর দিয়ে ডাকাতিয়া খাল বয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এই খালের জল বেড়ে এলাকার ৪-৫টি গ্রামের কয়েকশো বিঘা জমি ডুবিয়েছে। সংস্কার করলে এদিন দেখতে হতো না বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৬ সাল পযন্ত ডাকাতিয়া খাল সংস্কার করা হয়েছিল। তার পর থেকে আর খাল সংস্কার হয়নি। দিনের পর দিন খাল সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। ভরা বর্ষায় সেই খালের জলই ডুবিয়ে ছাড়ল কয়েকশো বিঘা ধানের জমি। খালের উপচে পড়া জলের কারণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন হরিপাল ব্লকের চাষিরা। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার কোনও উদ্যোগ নেয় না খাল সংস্কারের। সে কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, এই সরকারই খাল সংস্কার করে। কিন্তু ডিভিসি না জানিয়ে জল ছাড়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হল। রাজনৈতিক তরজা

চলছেই, তবে কপালে হাত চাষিদের। হরিপাল ব্লকের উপর দিয়ে ডাকাতিয়া খাল বয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এই খালের জল বেড়ে এলাকার ৪-৫টি গ্রামের কয়েকশো বিঘা জমি ডুবিয়েছে। সংস্কার করলে এদিন দেখতে হতো না বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৬ সাল পযন্ত ডাকাতিয়া খাল সংস্কার করা হয়েছিল। তার পর থেকে আর খাল সংস্কার হয়নি। সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মিন্টু বেরা বলেন, ''ডাকাতিয়া খাল সংস্কারের নামে তছরূপ হয়েছে। ঠিকভাবে তা সংস্কার না করায় কৃষকদের রবি ফসলের ধান জলের তলায় চলে গিয়েছে। নতুন করে বীজ বপণ করতে হবে। এই ক্ষতির দায় সরকার কি নেবে? পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি কী করছিল? এ বিষয়ে হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বাবলু গায়েন বলেন, ''আগে প্রায়ই জল উঠত। খাল সংস্কার করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এবার হঠাৎ ডিভিসি জল ছেড়ে দিয়েছে।

তৈরি করা বন্যা। কয়েকদিন আগেও জল ছিল না। এখন অতি বৃষ্টি হচ্ছে, রাজ্যকে না জানিয়ে প্রচুর জল ছাড়িয়ে এই বিপদে ফেলা হল। আমরা দ্রুত জল নামার বিষয়ে চেষ্টা করছি।

ভুল ইনজেকশনে মৃত্যু , হাসপাতালে ভাঙচুর, ধৃত ১২

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ আগস্ট ঃ ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাংচুর চালালো রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা। মারধোর করা হয় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে। নষ্ট করে দেওয়া হয় প্রচুর ইনজেকশন, ওষুধ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় রামপুরহাট থানার পুলিশ। এরপর লাঠি চার্জ করে উত্তেজিত জনতাকে হঠিয়ে দেয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় ১২ জনকে। সকলের বাড়ি তারাপীঠ থানার শাসপুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়ি শাসপুর গ্রামে। সেই টানেই গ্রাম থেকে ছুটে আসেন কিছু যুবক। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে পথ দূর্ঘটনায় জখম হন আনসারুল শেখ নামে এক ব্যক্তি। তার বাড়ি পাইকর থানার হাবিসপুর গ্রামে। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যায় তিনি সেখানেই মারা যান। এরপরই ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তোলেন রোগীর পরিবারের লোকজন। রোগীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রোগীকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর তার খিঁচুনি শুরু হয়। ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার কারনেই মৃত্যু হয়েছে আনসারুল সেখের। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যার পর প্রায় ৭০-৮০ জন যুবক হাসপাতালে হামলা চালায়। তার মধ্যে কয়েকজন জরুরী বিভাগে ঢুকে দুই চিকিৎসককে মারধর করে। হাসপাতালের ওষুধপত্র নষ্ট করে দেয়। রবিবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক দুই জনকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজত এবং ১০ জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। হাসপাতালের এম এস ভি পি পলাশ দাস বলেন, ''এমন ঘটনা অনভিপ্রেত। রোগীর পরিবারের আত্মীয়দের তাণ্ডবে লক্ষাধিক টাকার ওষুধ নষ্ট হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছেন রামপুরহাট বিধায়ক, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''যারা এসব করেছেন তারা ঠিক করেননি। দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

ট্রেনে আগুনের ফুলকি, থমকে গেল ট্রেন

বৈদ্যবাটি, ৪ আগস্ট ঃ ব্যান্ডেল লোকালের প্যান্টোগ্রাফে আগুনের ফুলকি, ধোঁয়াও বার হতে দেখা যায় বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বৈদ্যবাটি স্টেশনে। ওই স্টেশনেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি। ঘটনার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা, নেমে আসেন দ্রুত। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী লোকালের প্যান্টোগ্রাফে আগুনের ফুলকি দেখা যায়।

ট্রেনটি তখন বৈদ্যবাটি স্টেশনে ঢুকেছিল। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি ঢোকার পরই ঘটনাটি নজরে আসে। রবিবার দুপুর ১.৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় সাময়িক ব্যাহত হয় পরিষেবা। বন্ধ হয়ে যায় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল। অনেক পরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

আজ টালিগঞ্জে অমর শিল্পী কিশোর কুমারের মর্মর মূর্তির সামনে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ফেডারেশন অফ্ সিনে টেকনিশিয়ান্স্ এ্যান্ড ওয়ার্কার্স্ অফ্ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে সঙ্গীতানুষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার কিশোর কুমারের ৯৫তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা। ছবি সুবল সাহা

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে ভূমিধসের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৪ আগস্টঃ গভীর নিম্নচাপ, যা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে সরে গেছে, বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশের কাছাকাছি অবস্থান করছে।

রবিবার জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, আগামী দুদিন দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ৬ থেকে ৮ আগস্ট বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে। বিশেষ করে ৬ থেকে ৭ আগস্টের মধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ৬ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৬-৮ আগস্ট বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে কলকাতায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো, যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ও কোচবিহারে আগামী পাঁচ দিন, অর্থাৎ ৪-৮ আগস্ট পর্যন্ত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। দু-এক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ৫-৬ আগস্ট। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং নদীর জল স্তর বাড়ার কারণে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে গতকাল থেকে হওয়া বৃষ্টিতে বৃষ্টির ঘাটতি কিছুটা কমেছে। তবে এখনও ২২ ঘাটতি রয়েছে। ৬-৮ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জয়নগর মজিলপুরের মতিলাল গঙ্গা নোংরা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে, দূষণ ছড়াচ্ছে এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৪ আগস্টঃ জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় আদি গঙ্গা নোংরা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। দূর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকায়। জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার মতিলাল গঙ্গায়প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। প্লাস্টিক জমে ছড়াচ্ছে দূষণ। আর তাতে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। স্কুলের ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষিকারা ও এই সমস্যায় তিতি বিরক্ত। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের আদি গঙ্গা যা মতিলাল গঙ্গা হিসাবে পরিচিত। এই গঙ্গার পাশেই জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুল এবং জয়নগর মজিলপুর

পৌরসভা পরিচালিত আমন্ত্রণ কমপ্লেক্স আছে। এই স্কুলের তরফে ইতিমধ্যেই জয়নগর মজিলপুর পুরসভায় এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। স্কুলের এক শিক্ষিকা বলেন, আবর্জনার দুর্গন্ধে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছাত্রী দের। যেভাবে প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্লাস্টিক থেকে শুরু করে নোংরা খাবার ফেলা হচ্ছে,তাতে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের ছড়াচ্ছে দূষণ। জল ক্রমাগত কালো হয়ে যাচ্ছে। পুরসভা থেকে সচেতনতার প্রচার করা হয়ে ছিল। কিন্তু তারপরে ও কোনও কাজ হয়নি। এই প্রসঙ্গে জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, কিছু বাসিন্দা ও কিছু ব্যবসায়ী এই কাজ করে চলেছেন। আমরা মাইকিং করে সচেতনতার বার্তাও দিয়েছিলাম। এবারে পৌরসভার তরফে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে দুর্গন্ধ নিত্য সঙ্গী ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষিকাদের। আবর্জনার গন্ধে সাধারণ পথচারীদেরও নাকে রুমাল দিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী।

কিছু বাসিন্দা আর রাস্তার পাশের দোকান দাররা রোজই গঙ্গায় আবর্জনা ফেলছে। পুরসভা কঠোর ব্যবস্থা নিক, এটাই আমরা চাই। এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, গঙ্গা এখন পুকুর হয়ে গিয়েছে। এখানে আগে মানুষ স্নান করতে পারত। এখন পারে না। যেভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, তাতে শীঘ্র ব্যবস্থা না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে হবে আমাদেরকে। তাই এই পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে বাঁচানোর দাবি তুলেছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

কোন্নগরে সোনার দোকান থেকে ধোকা দিয়ে গহনার বাক্স হাতিয়ে পালিয়ে গেল চোর

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৪ আগস্টঃ ক্রেতা সেজে ঢুকেছিলেন দোকানে। সোনার দোকানে গহনা কেনার নাম করে গহনা দেখতে চেয়েছিলেন। তবে মতলব যে ভাল ছিল না তা বুঝতে পারেনি দোকানদার। কার্যত ধোকা দিয়ে গহনার বাক্স হাতিয়ে পালিয়ে গেল চোর। ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত্রিবেলা একজন মাঝ বয়সী ব্যক্তি ক্রেতা সেজে দোকানে আসেন। বাইরে সেই সময় বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল আরও একজন বলে দাবি দোকানদারের।

সোনার হার কেনার নাম করে গহনা দেখতে থাকে ওই দোকানে থাকা ব্যক্তি। বাক্স খুলে চেন দেখাতে থাকে দোকানদার। এরপর চোখের নিমিষেই সেই গহনার বাক্স নিয়ে দৌড়ে চলে আসে দোকানের বাইরে। আগে থেকেই বাইক স্টার্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে থাকা অন্য একজন। বাইকে চেপে গহনার বাক্স নিয়ে চম্পট দেয় দুজন। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এর আগেও ওই দুইজন ওই সোনার দোকানে এসেছিলেন। তারা যে ক্রেতা সেই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার পর এই কাণ্ড ঘটায়। স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কিত। এইভাবে চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষজন। বেশ কয়েকদিন আগে চণ্ডিতলার একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৬ সংখ্যা, সোমবার, ২০ শ্রাবণ, ১৪৩১

মাথা উঁচু করে বাঁচুন

অভিনেতা বিকাশ রায় বললেন,জাতটাত বুঝি না, পরিস্কার করে চাড্ডি ডাল ভাত রেঁধে দিয়ো মা, খুশি মনে খেয়ে নেবো। সেকথা শুনে বধূর চোখে জল। বললেন ভগবান তাঁর ভাল করবে। তাঁকে ভিক্ষে নেওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা করলেন। নয়-দশ বছরের ছেলেটির পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, বন্যায় ত্রাণ বিতরণের সময়ে প্রতিদিন বিকাশ রায়দের পিছনে ঘোরে, কিন্তু কিছু চায় না। সেদিন অবশ্য ছেলেটি অভিনেতার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে আমাকে একটা পেন্টুল দেবে বাবু? আর একটা জামা। আমার ছোট ভাইটার জন্য দাও,সে তো জ্বরের জন্য বের হতে পারেনি। মায়ের জন্য একটা শাড়ি চাইল সে, তাঁর মায়ের পরার মত কাপড়ও নেই। ছেলেটির নাম,বাড়ির ঠিকানা লিখে নিল বেঙ্গল মোশান পিকচার্সের লোকেরা। বিকাশ রায় বাড়তি একটা ধুতি আর দুটো কম্বলও ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ছেলেটির চোখ খুশীতে চকচক করে ওঠে। এক ছুটে সে বাড়িতে চলে যায়। কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে ছেলেটা ফিরে এল সব জিনিসপত্র নিয়ে। বলল মা বলেছে, ভিক্ষের জিনিস নিতে নেই। সেকথায় একটু অবাক হয়েছিলেন বিকাশ রায়। সেবার হাওড়ার ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটো গ্রামের মানুষ কে আবার পুরোনো ছন্দ ফিরিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স। চলচ্চিত্র জগতের সবাই মহান উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। বিশুবেড়িয়া ও অন্য একটি গ্রামের লোকজন তখনও বাঁধের ওপর ছাউনি করে বসবাস করছেন। বন্যার একেবারে গোড়ার দিকে সেখানে সাতদিন থেকেছেন বিকাশবাবু। জলকাদা ভেঙে বন্যা দুর্গতদের জন্য বিলি করা হত ধুতি,শাড়ি,ফ্রক,জামা,কম্বল। কাজ ফেরত লোকেরা বিকেলে আসতেন। তাদের দেওয়া হত পরিমাণ মত চাল,ডাল আর সারাদিনের মজুরী এক টাকা। অবশ্য ছেলেটির কথা বারবার মনে হচ্ছিল,জানা গেল ওরা খুব গরীব,ছেলেটির বাবারও বাড়তি চাহিদা নেই, প্রচণ্ড খাটতে পারেন। আর ওর মায়ের অহঙ্কার না খেয়ে মরে যাবে কিন্তু কারও কাছে হাত পাতবেন না। নিজের উপার্জনের জিনিস না হলে স্পর্শ করবেন না। বিকাশ রায় ছেলেটির পিতা-মাতা সম্পর্কে জেনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। মানুষ এত কঠিন সময়েও কতটা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। সন্ধ্যা বেলায় আবার ছেলেটি আসে, লণ্ঠনের আলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে, বাবু। মা এসেছে তোমার সাথে কথা কইবে। বিকাশ রায় এগিয়ে গেলেন,নারীর লজ্জা নিবারণের যথেষ্ট বস্ত্র নেই, অনুরোধ করে বললেন, বাবু আলোটা নিভিয়ে দাও। হাতের টর্চ নিভিয়ে বিকাশ বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো। একটু ইতস্তত করে গ্রামের সরল বধূ বললেন, সকালে যেগুলো ভিক্ষে দিয়েছিলে সেগুলো ফিরিয়ে দাও বাবা, কখনও ভিক্ষে করিনি,মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তাই জিনিসগুলো ফেরত পাঠিয়েছি। বিকাশ রায়ের একবার মনে হল বলি না দেব না, অবশ্য তিনি লোকেদের বলে দিলেন ওই বধূকে জিনিসগুলো দিয়ে দিতে। প্রশ্ন করেছিলেন কাজ করবে মা? বধূ যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি যে কাজ করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান।

অর্থনীতিতে কি নোবেল ?

দুজন ভারতীয়র নাম বলতে পারবেন যাঁরা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসে যাবে- অমর্ত্য সেন ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটা মানবেন কি যে, উত্তরটা একদম ভুল? কারণ? কারণ টা হলো অর্থনীতিতে কোনো নোবেল পুরস্কার হয়না. অবাক লাগছে ? তাহলে একটু পিছিয়ে গিয়ে নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে. নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুযায়ী. ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল প্রয়াত হন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তার ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে তিনি নিজের উইল করে যান. সেই উইলেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান তাঁদের কে পুরস্কৃত করার জন্য যাঁরা মানব সভ্যতার চূড়ান্ত উন্নতির জন্য নিজেদের অবদান রেখেছেন. আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুযায়ী মাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রে এই অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে - ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি বা মেডিসিন, লিটারেচার এবং পিস বা শান্তি অর্থাৎ, এই পাঁচটি বিভাগে যাঁরা মানব সভ্যতার চূড়ান্ত উন্নতির জন্য অবদান রাখবেন, তাঁরাই নোবেল পুরস্কার পাবেন। লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু ইকোনমিক্স বা অর্থনীতির কথা বলা নেই। তাই অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাহলে অর্থনীতিতে যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে সেটা আসলে কি? না, সেটা অরিজিনাল নোবেল পুরস্কার নয়, সেটা নোবেল পুরস্কারের সমকক্ষ আর একটি পুরস্কার। অর্থনীতির জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হয় তার সঙ্গে সরাসরি আলফ্রেড নোবেল বা তাঁর প্রবর্তিত পুরস্কারের কোনো সম্পর্কই নেই। এই পুরস্কারটি চালু করে Bank of Sweden ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে. এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে, নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের প্রায় ৬০ বছর পরে। এই পুরস্কারের নামও নোবেল পুরস্কার নয়। এই পুরস্কারের নাম Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel". তাহলে এটা কেন নোবেল পুরস্কার বলা হয় ? এখানেই সাধারণ মানুষের একটা বিরাট ভুল ধারণা আছে, আর সেই ধারণা তৈরী হয়েছে এই পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এই পুরস্কারের প্রাপকদের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের মতো এই পুরস্কার প্রাপকদেরও পুরস্কৃত করে Royal Swedish Academy of Sciences.

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে।পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা এর পুজো।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

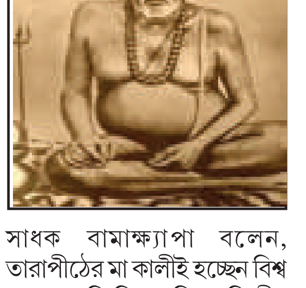

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন রাতাপীঠের মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে বাঙালি পরিবারের 'আইকনিক কর্তা' হয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি বঙ্গ বিখ্যাত অভিনেতা কমল মিত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাঙালি পরিবারের এক আইকনিক কর্তা। সিনেমার পরদায় আদর্শ পিতার চরিত্রকে স্থায়ী চেহারা দিয়ে গিয়েছেন কমল মিত্র । ১৯৪৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দেবকী বসুর হিন্দি ছবি 'কৃষ্ণলীলা'-য় রাজা 'বৃষভানু'র চরিত্রে অভিনয় করে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পঁচাত্তর টাকা। তাঁর অভিনয় পছন্দ হয়েছিল দেবকী বসুর। তবুও পারিশ্রমিকটুকু হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলেন সাবধানবাণী, আপনি কখনও নায়ক করবেন না। আপনি চরিত্রাভিনয় করবেন। সারাজীবন এই গুরুবাক্যের প্রতি মান্যতাই জন্ম দিয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র, নাটক ও যাত্রা জগতের অন্যতম সেরা চরিত্রাভিনেতা কমল মিত্র বা কে মিটারের।

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা সিনেমা সবাক হওয়ার পর বেশ কয়েক জন গুণী শিল্পী এই মাধ্যমটিকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন একে সাবালক করতে। চলচ্চিত্রকে নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছিল। এই আগ্রহের শিকার ছিলেন কিশোর কমলও। তাঁর আবৃত্তি, অভিনয়ের সহজাত প্রতিভার দিকে নজর পড়েছিল অনেকেরই। তাঁর এই প্রতিভার সঠিক পরিস্ফুটন যে একদিন ঘটবে, এ ধারণা অনেকেরই ছিল তখনকার বর্ধমান শহরে। কমল মিত্রকে সে পরামর্শও দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর পরিবারের কেউই কখনও অভিনয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবু বিগত শতকের বিশের দশক ধরে বহু চেষ্টায় কমল মিত্র চলচ্চিত্র ও রঙ্গালয়ের এক সাধারণ অভিনেতা থেকে অ-সাধারণ একজন চরিত্রাভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্থান হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র, রঙ্গালয় ও যাত্রার প্রথম সারির অভিনেতাদের অন্যতম হিসেবে।

১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর কমল মিত্রর জন্ম বর্ধমান শহরে। তাঁর পিতামহ ডাক্তার জগদ্বন্ধু মিত্র ছিলেন নামকরা চিকিৎসক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে যিনি হুগলি জেলার চাঁদরা গ্রাম থেকে বর্ধমানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তাঁর খ্যাতি এতটাই ছড়িয়েছিল যে, পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে তাঁকে 'দরবারি মেডেল' প্রদান করেছিলেন। সেই 'চাঁদরার মিত্র' বংশের কৃতী সন্তান কমল। তাঁর বাবা নরেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনজীবী ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কমল মিত্রর পড়াশোনা বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তখনকার বর্ধমান শহর ও তার আশপাশে ছোট-বড় নানা শৌখিন দলের নাটকে তিনি ছিলেন স্টার অভিনেতা। বিভিন্ন দল তাদের নাটকে অভিনয় করার জন্য তাঁকে সাদরে নিয়ে যেত।

অথচ অভিনয় শিক্ষার কোনও প্রথাগত পাঠ তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এক ছুটির দিন বৈঠকখানা ঘরে বসে 'জনা' নাটকের প্রবীরের অংশ 'দাও মাগো সন্তানে বিদায়, চলে যাই লোকালয় ত্যাজি' এই অংশটি বেশ জোরেই পড়ছিলাম। আমি যখন

পড়ছিলাম, বর্ধমানের একমাত্র নাট্যশিক্ষক স্বর্গীয় প্রমোদলাল ধৌন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার নাটক পড়া শুনে আমাদের বৈঠকখানায় ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পড়ছিস রে?' আমার কাছে সব কথা শুনে বললেন, 'ব্যাটাচ্ছেলে, মায়ের সঙ্গে অভিমান করে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না? মাকে মারতে যাচ্ছিস নাকি?' কিন্তু তিনি অত কথা বল্লে কী হবে? আমার তো সে সময় বীররস ছাড়া অন্য কোনও রসে যে নাটক অভিনীত হতে পারে, সে ধারণাই ছিল না। এই প্রমোদবাবুই আমার সর্বপ্রথম নাট্যশিক্ষক।

কলেজ পাশ করার পরই চোখের অসুখে বাবা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লে কমল মিত্রকে চাকরির সন্ধানে বেরোতে হয়। বাড়ির কাউকে না জানিয়েই তিনি সামরিক বাহিনীতে নাম লেখান। যদিও বাবার তীব্র আপত্তিতে সে কাজ তাঁর আর করা হয়নি। কারণ, বাবার বড় ভাই মারা যান অল্প বয়সে। মিলিটারিতে যোগ দিলে ছোট ছেলেও মারা যাবে, এমন একটা আশঙ্কা আমার ঠাকুমার ছিল। তাই ঠাকুরদা বর্ধমান মহারাজাকে ধরে বাবার নাম কাটিয়ে দেন, জানালেন কমল মিত্রর ছোট মেয়ে চন্দনা ঘোষ। পরবর্তী কালে বাবা সরকারি কালেক্টরেটে চাকরি পান। দীর্ঘ এগারো বছর সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর সেই চাকরি স্থায়ী ছিল না। স্থায়ী করার জন্য বাবা কখনওই কাউকে ধরাধরি করেননি। সে জাতের মানুষই ছিলেন না তিনি।

ইতিমধ্যে শৌখিন নাট্যদলে কমল মিত্রর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। তিনি বর্ধমান, আসানসোল, রানিগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় নাটকে অভিনয় করে বেড়াতেন। এই সময়ে একদিন আসানসোলের ব্যারেট ক্লাব-এ 'আলমগীর' নাটকে জয়সিংহর ভুমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখে আসানসোলের এস ডি ও (আই সি এস) ম্যাক ইনার্নে সাহেব তাঁকে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। কমল মিত্রকে তিনি বলে ছিলেন, কেন এখানে পড়ে আছ? তুমি নিজেই জানো না তোমার মধ্যে কী জিনিস লুকিয়ে!

বিশের দশকে ছাত্র অবস্থাতেই কমল মিত্র কলকাতায় আসা-যাওয়া শুরু করে দেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ রঙ্গালয় বা চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ খোঁজা। সেই সময় কলকাতায় এলে তিনি উঠতেন দর্জিপাড়ায় তাঁর দিদির বাড়িতে। পাশে কাশী বোস লেনে থাকতেন নামকরা অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কমল মিত্রর ডাক্তার ভগ্নিপতির সঙ্গে দুর্গাদাসবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুবাদে কমল গিয়েছিলেন দুর্গাদাসের কাছে একটা সুযোগের আশায়। তখন 'চিত্রা' সিনেমায় (আজকের 'মিত্রা') দুর্গাদাসের 'কপালকুণ্ডলা' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। কমলের অভিনয় করার ইচ্ছের কথা শুনে দুর্গাদাস বলে ছিলেন, তএ জগতে কোনও ভদ্রসন্তানের আসা উচিত নয়। আমার এখন ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই, তাই পড়ে আছি, তবু মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ হয় যে আমি নিজে ভদ্রসন্তান কিনা? বাড়ি গিয়ে লেখাপড়া করোগে, মন দিয়ে অন্য কাজ কর্ম করো। তাতে ইজ্জত পাবে কিন্তু এখানে পাবে না।"

কিন্তু কমল মিত্র হাল ছাড়েননি। বর্ধমানে থাকতে চলে যেতেন দামোদর নদীর তীরে গলা ছাড়তে। চিৎকার করে সংলাপ বলা অভ্যেস করতেন মঞ্চে অভিনয়ের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর তৈরি করতে। যত দিন না তাঁর গলা একই মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত দামোদরের নির্জন চরের ওপার থেকে, তত দিন এই অধ্যবসায় জারি ছিল।

বর্ধমান কালেক্টরেটের অফিসে কমলবাবুর সহকর্মী ছিলেন কবি কনক মুখোপাধ্যায়। তাঁর মাধ্যমে ভারত লক্ষ্মী স্টুডিয়োর চিত্র পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমল মিত্রর পরিচয় হয়। কিন্তু তাঁদের মুখ থেকে স্তোকবাক্য শোনা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমা পড়ার আতঙ্কে অনেকের মতো চিত্রপরিচালক দেবকীকুমার বসুও কলকাতা ছেড়ে কালনায় তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসেন। বর্ধমান শহর থেকে কালনার দূরত্ব খুব বেশি নয়। খবর পেয়ে কমলবাবু হাজির হলেন। কমলকে তিনি হতাশ করেননি। পরামর্শ দিয়েছিলেন, কালেক্টরেটের চাকরিটা না ছেড়ে তাঁর ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে।

ভরসা দিয়েছিলেন আরও একজন। নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্বয়ং। শিশির ভাদুড়ী নাট্টনিকেতন থিয়েটারের নাম বদলে শ্রীরঙ্গম দিয়ে (পরে বিশ্বরূপা) জীবনরঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করতে তখন উদ্যোগী। নতুন অভিনেতা চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। সেই বিজ্ঞাপনের সূত্রেই কমল মিত্র নাট্যাচার্যের সামনে হাজির হলেন। রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলা হল তাঁকে। কমলের আবৃত্তি শুনে শিশিরবাবু বলেছিলেন, কমল, ইউ পোজেস আ ভেরি রিচ ভয়েস। কিন্তু তার পরও 'এখানেও ইতি হয়ে গেল', লিখেছেন কমল মিত্র।

পথের সন্ধান অবশ্য প্রথম এসেছিল চলচ্চিত্র জগৎ থেকে। গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। চরিত্রটি ছিল নায়কের বন্ধুর। একটি মাত্র সংলাপ। নায়কের কাছে গিয়ে বলতে হবে, 'আপনি তো দেখছি মশাই একটি বর্ণচোরা আম!' এটাই ছিল কমল মিত্রের জীবনে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলা প্রথম সংলাপ ও শট। অবশ্য তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক তিনি পাননি। পারিশ্রমিক প্রথম পেয়েছিলেন দেবকী বসুর হিন্দি 'রামানুজ' ছবিতে একজন সৈন্যর ভুমিকায় অভিনয় করে। এখানেও হিন্দি সংলাপ ছিল একটি, 'মুঝে মাফ কিজিয়ে মহারাজ। ম্যায় নেহি জানতা।' সংলাপ বলতে-বলতে তাঁকে মহারাজরূপী ধীরাজ ভট্টাচার্যর হাতে চাবুক খেতে হয়েছিল। এই শট দিতে গিয়েই জীবনে প্রথম টালিগঞ্জ স্টুডিয়ো পাড়ার লাঞ্চ খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। পরে অবশ্য এই ধীরাজ ভট্টাচার্যর পিতার ভুমিকায় কমল মিত্র অভিনয় করেছিলেন 'সতী' ছবিতে।

'নীলাঙ্গুরীয়' তাঁর জীবনের প্রথম ছবি বলে ধরা হলেও, ১৯৪৩ সালে দেবকী বসুর 'শ্রীরামানুজ' ছবি দিয়েই তাঁর চলচ্চিত্র অভিনয়ের যাত্রা শুরু। ১৯৪৫ সালে দেবকী বসুর পরের হিন্দি ছবি 'স্বর্গ সে সুন্দর মেরা দেশ' ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। ওই বছরই নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'বনফুল'। এটিও হিন্দি ছবি। দেবকীবাবুর ছবিতেই কমল মিত্রকে হিন্দি ভাষা শিখতে হয়। হিন্দি তাঁর একদমই জানা না থাকায় প্রথম দিকে মুশকিলে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষক রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দি ও উর্দু ভাষা রপ্ত করেন। কারণ, তখন কলকাতা থেকেই হিন্দি ছবি তৈরির রেওয়াজ ছিল। আর সে সব ছবির দর্শক সারা ভারতব্যাপী।

১৯৪৫ সালের পর থেকে কমল মিত্র বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালকদের কাছে নতুন প্রতিভা হিসেবে গণ্য হতে থাকেন। দেখা যাচ্ছে দেবকী বসুর সঙ্গে-সঙ্গে নীরেন লাহিড়ী, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ('সংগ্রাম' ১৯৪৬), অপূর্বকুমার মিত্র ('তুমি আর আমি' ১৯৪৬) হেমেন গুপ্ত ('অভিযাত্রী' ১৯৪৭), অগ্রদূত ('সমাপিকা' ১৯৪৮) ও তাঁদেরই ছবি 'সব্যসাচী'তে একেবারে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। ১৯৪৪ সালে অভিনেতা বিপিন গুপ্তর সুপারিশে তিনি স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। স্টারের নিয়ম মেনে সেই সময়ে অভিনেতাদের চলচ্চিত্রে কাজ করার সময় বের করা শক্ত ছিল। স্টারে তখন মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনীত হচ্ছিল। সে নাটকে তিনি ব্রেথওয়েট চরিত্রে অভিনয় করতে সর্বপ্রথম কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। ওই বছরেই বিপিন গুপ্ত হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করতে মুম্বই চলে গেলে কমল মিত্র সুযোগ পান নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করার। টানা ১১৯ রজনী তিনি ওই নাটকে টিপুর ভুমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকই তাঁকে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতার সম্মান এনে দেয়। এর পরই তিনি কালেক্টরেটের সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পাকাপাকি ভাবে অভিনয়কেই পেশা করে নেন। কাজটি করার আগে অবশ্য দেবকী বসুর অনুমতি নিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র ও থিয়েটারে অভিনয়ের কারণে কলকাতায় এসে পাকাপাকি ভাবে থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুর হৃষীকেশ বিশ্বাসের কলকাতার ১ নং শিবশঙ্কর লেনের বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন কমল মিত্র। খাওয়া বলতে কলকাতার পাইস হোটেলের কম পয়সার দু'বেলার খাবার। কখনও পয়সা না থাকলে একবেলা শুধুই চপ আর জল খেয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন। ইকমিক কুকারে রান্না করে খেয়েও চালিয়েছিলেন দীর্ঘ তিন বছর। এই সংগ্রামী জীবনের দিনগুলো কমল বাবু চিরকাল মনে রেখেছিলেন। বড় মেয়ে বন্দনার মতে, বাবা এই কারণে খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। আমাদের মা-ও খরচ সামলে সংসার চালাতে জানতেন। আমাদের কখনও কোনও কিছুর অভাব যেমন রাখেননি, তেমনই কারও কাছে এক পয়সা ধারবাকি রাখাও বাবা পছন্দ করতেন না।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্মৃতিকথা লিখতে বসে কমল মিত্র অভিনয় জীবনের শুরুর দিনগুলোর কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন অতি যত্নে। প্রায় প্রত্যেক সহ-অভিনেতার কথা, কলকাতায় তাঁর সময়ে চালু থাকা চোদ্দোটি স্টুডিয়োর নামধাম (যার প্রতিটিতে তিনি কাজ করেছেন)। (ক্রমশ)

ব্রিটিশ রাজ দরবারে সম্মানিত দ্বারকানাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ , ১লা আগস্ট, ১৮৪৬) কলকাতার সুবিদিত জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবসায় বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনযাপন ছিল রাজসিক ও জাঁকজমকপূর্ণ। ব্রিটেনে অবস্থানকালে তাঁর সমকালীনরা তাঁকে প্রিন্স নামে অভিহিত করেন এবং এভাবেই কলকাতায়ও তিনি প্রিন্স হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ সকল সমকালীন বানিয়া ও মুৎসুদ্দিদের (ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা) একজন যারা বাঙালি শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা ও সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মযোগীদের প্রথম প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্ম ১৭৯৪। কলিকাতা, বঙ্গ, কোম্পানি রাজ (বর্তমান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। মৃত্যু ঃ ১লা আগস্ট, ১৮৪৬ (বয়স ৫২)। লন্ডন, ইংল্যান্ড। জাতীয়তা ব্রিটিশ ভারতীয় বাঙালি। পেশা ঃ শিল্পপতি। ধ্ব দাম্পত্য সঙ্গী ঃ দিগম্বরী দেবী (১৮১১ - ১৮৩৯)। সন্তান ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭), গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০ - ১৮৫৪), নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২৯ - ১৮৫৯)। পিতা-মাতা ঃ রামমণি ঠাকুর, রামলোচন ঠাকুর (পালক) (পিতা), মেনকা দেবী, অলকাসুন্দরী দেবী (পালিকা) (মাতা)। পারিবারিক ইতিহাস ঃ ঠাকুর পরিবারের আদি পদবী কুশারী এবং আদিনিবাস অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কুশ নামক গ্রামেধ্বএঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঠাকুর পরিবারের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, কুশারীরা হলেন ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত; দীন মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট কুশ নামক গ্রাম (বর্ধমান জিলা) পাইয়া গ্রামীণ হন এবং কুশারী নামে খ্যাত হন। দীন কুশারীর অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে জগন্নাথ। বংশ পরিচয় ঃ ঠাকুর পরিবারের যে ব্যক্তিটি প্রথমবারের মতো যশোরের পৈতৃক বাড়ি পরিত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন এবং ইউরোপীয়

কোম্পানিতে বানিয়া হিসেবে যোগ দেন তাঁর নাম পঞ্চানন ঠাকুর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি ফরাসি কোম্পানিতে কাজ করেন। সেকালের বাংলার অন্যান্য কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের মতো ঠাকুর পরিবারও নিজেদের কুলীন ব্রাহ্মণ হিসেবে দাবি করেন। রাজা আদিশূর বেশ কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে কনৌজ থেকে আমন্ত্রণ জানান। ঠাকুর পরিবার নিজেদের তাদেরই উত্তরসূরি বলে দাবি করতেন। কিন্তু কোন কোন গবেষকের মতে, তাঁরা স্থানীয় এবং অপেক্ষাকৃত নিচুবর্ণের ব্রাহ্মণ যাঁরা পীরালি ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের কোনও রকম সম্পর্ক ছিল না।

ঠাকুর পরিবারের আদি প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ১৭৬০-৬২ সাল পর্যন্ত চব্বিশ পরগনা জেলার একজন আমিন ছিলেন। তাঁর চারপুত্রের একজন নীলমণি ঠাকুর (১৭২১ - ১৭৯১) ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার সেরেস্তাদার। তিনি অগাধ অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের (১৭৩১ - ১৭৯৩) সাথে সম্পত্তির বিবাদ হবার পর জয়রাম নির্মিত পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় এক সুরম্য ভবন নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেন। এ বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। নীলমণির পুত্র রামলোচন (১৭৫৯ - ১৮০৭) একজন ধনী বানিয়া ও বাণিজ্যপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলে ভ্রাতা রামমণি ঠাকুরের পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামমণির স্ত্রী মেনকা দেবী রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরী দেবীর ছোট বোন। তাঁদের পারিবারিক উপাধি 'ঠাকুর' গোবিন্দপুর গ্রামের মৎস্যজীবী লোকদের দেওয়া। কারণ নিম্নবর্ণের এসব জেলে পাল-পার্বণে পীরালি ব্রাহ্মণগণের পৌরোহিত্য লাভ করাকে তারা সৌভাগ্য বলে মনে করত।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ সে যুগের সামাজিক গতিচেতনা ও নবজাগরণে ঠাকুর পরিবার উদ্যোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমাজে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। এ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেই কর্মযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। কয়েক পুরুষ ধরে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্লথ সম্পর্ক এবং জ্ঞাতিকলহের কারণে মানসিকভাবে আহত দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের উদ্ভাবনাশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধে স্থিতধী হয়ে স্বাধীন বণিকবৃত্তিতে নিয়োজিত হন। বর্ণগত বৈষম্যের কারণে ঠাকুর পরিবারের কোন সদস্য এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কোন কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি। রবার্ট গুটলার ফারগুসন নামক একজন ব্রিটিশ আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে দ্বারকানাথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন এবং কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট, সদর ও জেলা আদালতের যাবতীয় আইন ও কার্যপ্রণালী বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮১৫ সালে তিনি সফলভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই তিনি পিতা রামলোচনের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারির সীমানা প্রসারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৮৩০ সালে দ্বারকানাথ রাজশাহী জেলার কালীগ্রামের জমিদারি এবং ১৮৩৪ সালে পাবনার শাহজাদপুরের জমিদারি নিলামে ক্রয় করেন। তার জমিদারিতে বেশ কিছু অংশীদার ও সহ-অংশীদার ছিলেন। কিন্তু তিনি বহরমপুর, পাণ্ডুয়া, কালীগ্রাম ও শাহজাদপুরে চারটি বড় জমিদারির মালিক ছিলেন এবং এগুলিতে তার কোন অংশীদার ছিল না। ১৮৪০ সালে সেগুলি তিনি তার সন্তান ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ট্রাস্ট করে দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারি পরিচালনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি এটিকে সামন্ততন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মূলধনের সৃষ্টিশীল প্রসার হিসেবে বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমকালীন জমিদারদের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন। জমিদারি পরিচালনার জন্য তিনি কয়েকজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছিলেন।

দ্বারকানাথের জীবনে সৌভাগ্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয় ১৮২৮ সালে তার সেরেস্তাদারের চাকরি (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বাংলার পটচিত্র খুবই জনপ্রিয়

বাংলার পটচিত্র আমাদের ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লোকশিল্পের মধ্যে দিয়ে বাঙালির সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক জীবন, খাদ্য এবং দৈনন্দিন ঘটনাগুলিকে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। পটচিত্র শুধু মাত্র একটি চিত্রকর্ম নয়, বরং এটি একটি গল্প, একটি সংস্কৃতির প্রকাশ।

পটচিত্র সাধারণত একটি লম্বা কাপড়ে আঁকা চিত্র। এই চিত্রগুলিতে পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় বিষয়, জনজীবন, খাদ্য এবং সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে চিত্রিত করা হয়। পটুয়া নামে পরিচিত শিল্পীরা এই চিত্রগুলো তৈরি করেন। জমিন তৈরির পর অঙ্কন কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় বিভিন্ন দেশজ রঙের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য; যেমন ইটের গুঁড়া, কাজল, লাল সিঁদুর, সাদা খড়ি, আলতা, কাঠকয়লা ইত্যাদি। পটটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে কাজ করা হয় এবং রঙের প্রকারের মধ্যে লাল, নীল, হলুদ, গোলাপি, বাদামি, সাদা এবং কালো রং ব্যবহৃত হয়।

জড়ানো পট নাম পটে একটি লম্বা কাপড়ে বিভিন্ন দৃশ্য ক্রমানুসারে আঁকা হয়। পটুয়া এই পটটিকে ধীরে ধীরে খুলে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন এবং প্রতিটি দৃশ্যের গল্প বর্ণনা করেন। চৌকা পট সাধারণত পট ছোট আকারের হয় এবং সাধারণত দেয়ালে টাঙানো হয়। আজকাল এই চিত্র নানা ছোট গৃহসজ্জা আসবাবপত্র উপরেও অঙ্কন হচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে চিত্রকর যামিনী রায়ের কথা না বলেই নয় তিনি বাংলার লোকশিল্পকে আধুনিক চিত্রকলার মূলধারায় এনেছিলেন এবং তার ছবিতে বাঙালির দৈনন্দিন জীবন, খাবার, এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। তার আঁকা বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে 'সাঁওতাল মা ও ছেলে', 'চাষির মুখ', 'পূজারিণী মেয়ে', 'কীর্তন', 'বাউল', 'গণেশ জননী', 'তিন কন্যা', 'যিশুখ্রিষ্ট', 'কনে ও তার দুই সঙ্গী' ও 'ক্রন্দসী মাছের সাথে দুই বেড়াল'। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পটুয়ারা তাদের পটচিত্রের বিষয়ের পরিধি বাড়িয়েছে। আধুনিক বিষয়ের মধ্যে নানান আঞ্চলিক ঘটনা; নাগরিক, সামাজিক, খাদ্য ও বৈষয়িক ব্যাপার

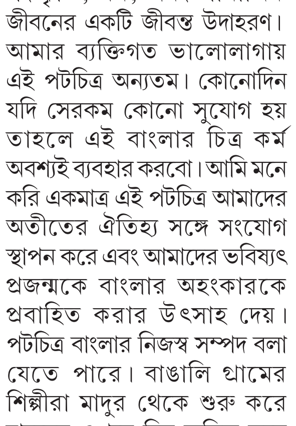

প্রভৃতি তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে। পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি বাঙালির সংস্কৃতি, ধর্ম, এবং সামাজিক জীবনের একটি জীবন্ত উদাহরণ। আমার ব্যক্তিগত ভালোলাগায় এই পটচিত্র অন্যতম। কোনোদিন যদি সেরকম কোনো সুযোগ হয় তাহলে এই বাংলার চিত্র কর্ম অবশ্যই ব্যবহার করবো। আমি মনে করি একমাত্র এই পটচিত্র আমাদের অতীতের ঐতিহ্য সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলার অহংকারকে প্রবাহিত করার উৎসাহ দেয়। পটচিত্র বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলা যেতে পারে। বাঙালি গ্রামের শিল্পীরা মাদুর থেকে শুরু করে চাদরের ওপরে চিত্র অঙ্কিত করে কাহিনী বা ছড়া রচিত করে থাকে। কেউ কেউ আবার চিত্র অঙ্কিত করে তার সঙ্গে গান জুড়ে দিয়ে সুর দিয়ে সঙ্গীত তৈরি করে থাকে। এগুলিকে লোক পটচিত্র বলা যেতে পারে। গ্রামের সেই পটচিত্র কলকাতা. কালীঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এক সময়ে কালীঘাটের পটচিত্র সারা ভারত জুড়ে সুনাম অর্জন করে থাকে। একন কলকাতায় সেই কালীঘাটে পটচিত্র শিল্পীরা আর নেই। তবে তাদের সেই রীতিতে মেনে মাত্র কয়েকজন এখনও পটচিত্র অঙ্কিত করে চলেছে

বন্ধ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি বাংলাদেশ সীমান্ত শহরের যোগাযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ লাগাতার বর্ষন, নিকাশি নালা নির্মাণ। বন্ধ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি বাংলাদেশ সীমান্ত শহরের যোগাযোগ । গত কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই চলছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, লাগাতার বৃষ্টির জলে ভিজে নরম হচ্ছে মাটি, এছাড়াও নিকাশি নালা নির্মাণের জন্য চলছিলো গাছের গা ঘেঁষে গর্ত খোঁড়ার কাজ,এরই প্রতিফলন দেখা গেলো রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া অঞ্চলের পান্ডা পাড়া কালী বাড়ী এলাকায়। রবিবার গভীর রাতে রাস্তার পাশে প্রায় দুশো বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ নিজে থেকেই উপরে পরে জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি পথের ওপর। আর এতেই সকাল থেকেই বন্ধ জলপাইগুড়ি শহর থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া শহর হলদিবাড়ির সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যাবস্থা। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিত দাস জানান, অনেক ক্ষতি এত পুরোনো গাছ, মনে হচ্ছে গাছের গা ঘেঁষে ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে, সেই কারনে হয়তো গাছের শেকড় আলগা হয়ে গিয়েছে এই বিপত্তি, এত বড় গাছ রাস্তার ওপরে পরে থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ির মধ্যে যাতায়াত।

ময়ূরাক্ষী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধিতে ভেঙে গেল ফেরিঘাট, সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ আগস্ট ঃ ময়ূরাক্ষী নদীতে জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে একাধিক ফেরিঘাট ভেঙে পড়েছে, ফলে নিত্যযাত্রীরা

সমস্যায় পড়েছেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার টানা বৃষ্টিপাতের পর তিলপাড়া জলাধার থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রায় ৫০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়, যা শনিবার সকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি করে। রবিবারও একই অবস্থা জেলার। জলস্তর বৃদ্ধির ফলে ময়ূরেশ্বর থেকে সাঁইথিয়া শহরে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত ভাবঘাটি পীরতালা ফেরিঘাট ও সাঁইথিয়া তালতলার ফেরিঘাট সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে যায়। এতে করে নদীর দুই প্রান্তের মানুষজন যাতায়াতের সমস্যার সম্মুখীন হন। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে বাইকসহ সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সাঁইথিয়া রেল ব্রিজ এবং সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। রেল ব্রিজের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এবং সাইকেল নিয়ে মানুষজন পারাপার করছেন, যদিও তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং কাজের জন্য ব্রিজটিও প্রায় বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। তবে কিছু মানুষ ঝুঁকি নিয়ে সেই ব্রিজের উপর দিয়েও হেঁটে পারাপার করছেন।

চা বাগান ইস্যুতে রাজ্য উদাসীন, মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ চা বাগান ইস্যুতে রাজ্য উদাসীন। বিধানসভায় করা হচ্ছে কন্ঠরোধ। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বিধানসভা টিভি চালুর কথা স্পষ্ট করলেন বিজেপি

বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। চা বাগান ইস্যু ছেড়ে নিট, ন্যায় সংহিতা নিয়ে আলোচনা চলছে। একইসুরে কথা বলতে শোনা গেল বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গাকেও। তিনি জানান, রাজ্যের হাতে চা বাগানের লিগ্যাল এবং লেবার এই দুটি বিষয় রয়েছে। যদিও রাজ্য উদাসীন। এই পরিস্থিতিতে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে। শ্রমিক স্বার্থ লুঠ হচ্ছে। আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে তৃণমূল নেতৃত্বরা। রবিবার মূলত ভারতীয় টি ওয়ার্কার ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটি ঘোষিত হয়। মাল্লাগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে নয়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোজ টিগ্গার নাম প্রকাশ করে যুগল কিশোর ঝা। তিনি জানান, আগামীতে শ্রমিক স্বার্থে পথে নেমে আন্দোলন হবে।

সমবায় নির্বাচনে বিজেপির টেন্ট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে পথ অবরোধ চাপড়ায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ আগস্ট ঃ রবিবার চাপড়ার দৈয়েরবাজার মহারাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের টেন্ট ভেঙে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সকাল থেকে দৈয়েরবাজারে কৃষ্ণনগর- করিমপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি দাবি করেছে, রাতভর বোমাবাজি করার পর তাদের টেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সিপিআইএম, বিজেপি, ও কংগ্রেস একত্রিতভাবে এই অবরোধ করেছে বলে জানান তারা । তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বিরোধীদের এখানে কোনও জনসমর্থন নেই এবং তারা নিজেরাই পরিকল্পিতভাবে টেন্টের খুঁটি হেলিয়ে তৃণমূলের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

শক্তিনগরে হাসপাতালে মৃত্যু শিশুর, পরিজনদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৪ আগস্ট ঃ কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ। বছর চারেকের শিশুর মৃত্যুর পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান পরিজনরা। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়, পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত শিশুর নাম লাবনী ঘোষ (৪)। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত পানিনালা গ্রামের বাসিন্দা ছিল সে। শনিবার রাতে এক দুর্ঘটনায় শিশু ও তার মা জখম হন। দ্রুত তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানেই রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। অভিযোগ, শিশুটির আঘাত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও কোনও চিকিৎসক তাকে দেখতে আসেননি। হাসপাতালেই তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। শিশুটির মৃত্যু হলে আত্মীয়েরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাতেই ভাঙচুর চালানো হয় হাসপাতালে। একাধিক আসবাবপত্র এবং ওষুধপত্র নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় পুলিশ। তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীদের অভিযান, বাজেয়াপ্ত কোমল ঠান্ডা পানীয় ও পচা মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ খাবারের দোকানের ব্যবসা করতে গিয়ে দোকানে বাসি খাবার রেখে দিচ্ছেন? ভাবছেন ফেলে দিলেই 'লস'। তাই খানিক 'লাভ' করতে পর দিন সেগুলিই বিক্রি করে মোটা টাকা লাভ করছেন? এই ভুল আর করবেন না! শুধরে যান এক্ষুনি। টাকা কামাতে গিয়ে উলটে গুনতে হতে পারে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা। ফ্রিজে বাসি পচা মাছ মজুত, আবার কোথাও মেয়াদউত্তীর্ন ঠান্ডা কোমল পানীয় বিক্রি হচ্ছে অবাধে। শনিবার দুপুর নাগাদ পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা অভিযান চালাতে গিয়ে হতভম্ব। হোটেলের ফ্রিজে রয়েছে ২-৪ দিন আগের মাছের মাথা এবং ছোটো মাছ! যা আর খাবার একেবারেই উপযুক্ত নয়। শনিবার জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ধূপগুড়ি শহরের থানা রোড এলাকায় ধূপগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে এই অভিযান চালানো হয়। বাজেয়াপ্ত করা হল ঠান্ডা পানীয়, সেই সাথে ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হওয়া পচা মাছ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল আধিকারিকরা। শনিবার দুপুরে ধূপগুড়ি শহরের থানা রোড এলাকার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খাবারের হোটেলে আচমকা অভিযান চালায় ধূপগুড়ি পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর অঞ্জন রায় সহ পুরসভার কর্মীরা। এদিন কয়েকটি হোটেলের রান্নাঘর থেকে শুরু করে খাবার জায়গা, এমনকি খাবারের গুণগতমান সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযানে গিয়ে আধিকারিকদের নজরে আসে একটি দোকানে বিক্রি করা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়। সেই ঠান্ডা পানীয় বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি দোকানদারকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে ওই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটারকে নিয়ে পুরসভা দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর একটি হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকে চক্ষুচড়কগাছ আধিকারিকদের। হোটেলের ফ্রিজ খুলতেই বেরিয়ে এল কয়েকদিনের বাসি মাছ। সেই মাছ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় আধিকারিকরা। কেন এতদিনের বাসি মাছ ফ্রিজে হোটেল মালিককে ধমক দিতে দেখা গেল আধিকারিকদের। তবে একাধিকবার অভিযান চালালেও কেন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এখনও সতর্ক হচ্ছে না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

মেট্রো তার পরিষেবাগুলি উন্নত করার জন্য ক্রমাগত তার সুবিধা এবং পরিকাঠামোকে আপগ্রেড করছে

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার পরিষেবাগুলি উন্নত করার জন্য ক্রমাগত তার সুবিধা এবং পরিকাঠামোকে আপগ্রেড করছে। এর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার জন্য, ব্লু লাইনের তৃতীয় রেল পরিবর্তনের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবাগুলিতে ব্যাপকভাবে পড়বে। ৩৮ বছরের ব্যবধানের পর, স্টিলের তৈরি বর্তমান পরিবাহী তৃতীয় রেল অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনটি শক্তির ক্ষয়ক্ষতির ৮৪ হ্রাস নিশ্চিত করবে যা টাকা। প্রতি কিমি রুটে ১ কোটিবছর। একবার সম্পূর্ণ হলে, কলকাতা মেট্রো সিঙ্গাপুর, লন্ডন, মস্কো, বার্লিন, মিউনিখ এবং ইস্তাম্বুল মেট্রোর লিগের অন্তর্গত হবে যেখানে তৃতীয় রেলের প্রতিস্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে মেট্রো পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে চলছে। গিরিশ পার্ক এবং ময়দান স্টেশনগুলিতে অত্যন্ত পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলের প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের প্রধান উপাদান অর্থাৎ অত্যন্ত পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল, জার্মানিতে তৈরি এবং জার্মানির হামবুর্গ বন্দর থেকে সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কলকাতা বন্দরে উপাদানটি গৃহীত হয়েছে এবং আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ইনস্টলেশনের জায়গায় পৌঁছানোর আশা করা হচ্ছে। এ চালানে প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মালামাল পাওয়া গেছে। মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা আগামী দুই বছরে ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল চালু করার পরিকল্পনা করেছে। পরবর্তী চালান অক্টোবরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর জন্য একটি উন্মুক্ত দরপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত করা হয়েছে। দিনের কাজকে প্রভাবিত না করে বাণিজ্যিক সময়ের পরে রাতে কাজটি সম্পাদন করা হবে। ইতিমধ্যেই গিরিশ পার্ক ওয়াই সাইডিং এবং ময়দান ওয়াই সাইডিং-এ পেডেস্টাল বেস ফাউন্ডেশনের প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে ফাউন্ডেশনের জন্য প্রিমিক্স কংক্রিট ব্যবহার করতে চলেছে যাতে কোনও ভেজাল এড়াতে এবং সাইটে আরও ভাল কার্যকারিতা থাকে। মেট্রো রেলে প্রথমবারের মতো এটি করা হবে। বর্তমানে গিরিশ পার্ক এবং মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনের মধ্যে ভিত্তি তৈরির এই কাজ চলছে।এই উচ্চ পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলের উচ্চতর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতাকে ধন্যবাদ, সিস্টেম ভোল্টেজ ড্রপ এবং পরবর্তী শক্তির ক্ষতি কমানোর ক্ষমতা রয়েছে। তৃতীয় রেলে এই কম ভোল্টেজ ড্রপ মেট্রো চালানোর সময় দ্রুত ত্বরণ অর্জনে সহায়তা করবে। ফলস্বরূপ, একটি ট্রিপ সম্পূর্ণ করার জন্য, কম সময়ের প্রয়োজন হবে এবং এর ফলে মেট্রো পিক আওয়ারে উল্লেখযোগ্যভাবে কম ব্যবধানে পরিষেবা চালানোর ক্ষমতা অর্জন করবে। এটি মেট্রো পরিচালনার দক্ষতার উন্নতি হবে। এই নতুন সিস্টেমে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সাশ্রয় হবে যা কলকাতা

মেট্রোকে এর পরিচালন ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে। ফলস্বরূপ, এই তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের সম্পূর্ণ ব্যয় তিন বছরের মধ্যে এই পরিচালন ব্যয় সাশ্রয় করে আদায় করা যেতে পারে। উপরন্তু, অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল তার জীবদ্দশায় ৫০০০০ টন কার্বন নিঃসরণ কমাবে। এগুলি ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলের কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে এবং এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল হবে। কলকাতার মতো একটি গরম এবং আর্দ্র শহরে, এই প্রতিস্থাপনটি খুব উপকারী হবে এবং এই তৃতীয় রেলের সাথে তৃতীয় রেল বর্তমান কালেক্টরের (টিআরসিসি) যোগাযোগের সময় টানেলের ভিতরে কম তাপ উৎপন্ন হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন তৃতীয় রেলের কোনো ঢালাই প্রয়োজন হবে না কারণ এই ধরনের দুটি রেলকে স্প্লাইস জয়েন্টের সাহায্যে যুক্ত করা যেতে পারে। এটি টানেলের ভিতরে বাতাসের মান বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

যুবককে পিটিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ আগস্ট ঃ পুরনো পারিবারিক বিবাদের জেরে পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম রেজ্জাক আনসারী (৩৫)। তাঁর বাড়ি পাড়া থানার তেঁতুলহিটি গ্রামে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের দাদা হারুন আনসারী বলেন, শনিবার রাতে ভাই শৌচকার্য করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সেই সময় পুরনো বিবাদের জেরে গ্রামের এক ব্যক্তি তাঁর মাথায় আঘাত করে। রেজ্জাককে গুরুতর আহত অবস্থায় রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

ডাকাতির উদ্দেশ্য বানচাল! গ্রেপ্তার ৬

দুরন্তবার্তা, কোচবিহার, ৪ আগস্ট ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৬ ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতরা সকলেই গুজরাটের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ নাকা চেকিং চালানোর সময় চকচকা ফ্লাইওভার থেকে গুজরাটের নম্বরের একটি গাড়ি আটকায়। তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে গ্যাস কাটার যন্ত্র, নাইট্রিক অ্যাসিড, বিভিন্ন ধরনের কাটার ও ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হলে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

সম্প্রীতির চিত্র দেখা গেল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাপড়ার তালুহুদা গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ আগস্ট ঃ একদিকে যখন গোটা বাংলাদেশ জ্বলছে তার অন্য সম্প্রীতির চিত্র দেখা গেল ভারত-বাংলাদেশ

সীমান্ত লাগোয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নদীয়ার চাপড়া তালুহুদা গ্রামে। মসজিদে আজানের মধ্যেই হিন্দু ভিক্ষুকের সকার করতে এগিয়ে এলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। হিন্দু এক ভিক্ষুককে সকার করতে নিয়ে যাওয়া হলো মহাপ্রভুর জন্মভিটে তীর্থ নগরী নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। আর এমনই সম্প্রীতির ছবি ধরা পরল শনিবার রাতে নদীয়ার চাপড়া থানার তালুহুদা গ্রামে। ওই গ্রামেই মৃত্যু হযেছে এক হিন্দু ভিক্ষুকের। চাপড়ার তালুহুদা গ্রামে হিন্দু পরিবারের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা দুই তিন ঘর। পঞ্চাশোর্ধ এই ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর এগিয়ে এসেছেন গ্রামের সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষেরা। তারাই সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ভিক্ষুকের সকারের জন্য এগিয়ে এসেছে। দুঃস্থ ভিক্ষুকের শবযাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে গ্রামের সমস্ত মুসলিম যুবকরা। আর এমন কর্মকান্ডে সম্প্রীতির নজির রাখলো চাপড়ার তালুহুদা মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম। সেখানে গ্রামের মধ্যে মাত্র কয়েকটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবার ছিল।সেই পরিবারের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আর তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে এলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজন। সম্প্রীতির নজির দেখল গ্রাম। মুসলিম যুবকরা মৃতদেহ কাঁধে করে তাঁকে নবদ্বীপ শ্মশানের পথে নিয়ে গেলেন গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষজন। জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এগিয়ে এলেন ওই পরিবারকে সাহায্য করতে।

লামডিং ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিআরডি/এলএমজি/০৯ অফ২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ০১-০৮-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-টিআরডি-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-২৩; কাজের নাম ঃ** নারাঙ্গি-পানিখাইটি (ইউপি/ডিএন লাইন) সেকশন লামডিং ডিভিশনের মধ্যে, কিমি. সিএইচ. ২২/৫-৬ (এসটি-২০)-এ প্রস্তাবিত একটি (০১) নং. ১২ এম প্রস্থের স্টিল গার্ডার আরওবি চালু করার জন্য উপযুক্ত বিদ্যমান ওএইচই ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং প্রোটেক্টিভ স্ক্রিনের ব্যবস্থা, আর্থিং এবং বন্ডিং, সেফটি আইটেম/বোর্ড ইত্যাদি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৬,০৭,২৭৫.৩১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩২,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৬-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা ক্যানেলে পড়ে গেল টোটো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা ক্যানেলে পড়ে গেল টোটো। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন টোটোতে থাকা কয়েকজন শিশু। রবিবার ঘটনাটি ঘটে ফুলবাড়ি সংলগ্ন তিস্তা ক্যানেলের পুটিমারি এলাকায়। জানা গেছে, শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা টোটো নিয়ে পুটিমারী এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেশাতে আসেন। তিস্তা ক্যানেলের পারে টোটোটি দাঁড় করিয়ে রাখেন। টোটোটিতে তার শিশু রেখে চলে যান তিনি। এলাকার কয়েকজন শিশু সেই টোটোতে বসে খেলছিল। এদিকে টোটোতে চাবি লাগানো থাকায় এক্সেলেটার ঘোরাতেই আচমকাই টোটোটি তিস্তা ক্যানেলের গভীর জলে পড়ে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায় কয়েকজন শিশু। স্থানীয় বাসিন্দারাই দড়ি দিয়ে টেনে টোটোটিকে জল থেকে তুলে আনে।

তক্ষক পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ আগস্ট ঃ নদীয়ার চাপড়া সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তক্ষক পাচারের চেষ্টায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, চাপড়া থানার পুলিশ মাস্টারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম আফারান সেখ, ভোলা মিঞা ও আমানুর সেখ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আফারান সেখ বিহারের বাসিন্দা। অভিযুক্তরা গাড়ি করে তক্ষকটি ভিন্ন রাজ্যে পাচার করার পরিকল্পনা করছিল। তক্ষক-সহ একটি চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তক্ষকটি কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এর পেছনে কোনও বিদেশি যোগসাজশ আছে কিনা, সেই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার, তিনজনকেই বিশেষ আদালতে তোলা হয়।

লক্ষ্য মনিরাং, ৫ আগস্ট নয় জনের দলটি রওনা হবে শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ ২১ হাজার ফুট উচ্চতা উড়বে জাতীয় পতাকা, এরাই জলপাইগুড়ির গর্ব, বললেন সাংসদ। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ পর্বতারোহণ সংস্থা জলপাইগুড়ি নেচার এন্ড ট্রেকার্স ক্লাবের এবারের ৯ জন অভিযাত্রিকে নিয়ে ১১ তম অভিযান শুরু হতে চলেছে আগামী ৫ আগস্ট, এবারের লক্ষ্য হিমাচল প্রদেশের লাহুল স্পিতি অঞ্চলের ২১ হাজার ৬০০ ফুট উচ্চতার মনিরাং। রবিবার এই উপলক্ষ্যে নিজস্ব ক্লাব ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অভিযাত্রী দলটিকে শুভেচ্ছা জানাতে অন্যান্য সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। তিনি জানান, মূলত এরাই জলপাইগুড়ির গর্ব, এক দুবার নয় এর পূর্বে ১০ বার এই নেচার এন্ড ট্রেকার্স ক্লাবের সদস্যারা বিভিন্ন শৃঙ্গ জয় করেছে । অপরদিকে অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক বিশিষ্ট পর্বতারোহী ভাস্কর দাস জানান, এবারের লক্ষ্য মনিরাং, ৫ আগস্ট ৯ জনের দলটি জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হবে শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে, শৃঙ্গ জয় করে প্রতিবারের ন্যায় এবারও উড়বে জাতীয় পতাকা সহ ক্লাবের নিজস্ব পতাকা।

DECILLION FINANCE LIMITED

CIN: L65999WB1995PLC067887

Regd. Off.: Jajodia Tower, 4th Floor, Room No-D-8, 3, Bentinck Street, Kolkata-700001 **E-Mail:** info@decillion.co.in **Website:** www.decillion.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	26.12	24.97	27.47	99.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	14.31	-43.71	12.85	-2.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	14.31	-43.71	12.85	-2.31
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	10.38	-32.38	9.62	-2.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.38	-32.38	11.88	-0.51
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.3	-0.93	0.27	-0.08

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 1st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 3rd August, 2024.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 03.08.2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (E), Water Supply (IGWTP), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIeT No. : KMC/IGWTP/101/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Restoration of the leakage water from the outlet pipe line of the SSFB Unit No. E-17 IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 4,86,711.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(2) NIeT No. : KMC/IGWTP/102/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Replacement of flocculator bridge handling utilities of Clarifier Bridge No. 1 and 2 under 60 MGD WTP, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 3,87,119.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Time of completion: **60 days.**

(3) NIeT No. : KMC/IGWTP/103/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Strengthening of air breeding lines (2 Nos.) and allied platforms over 72 inch suction lines at Jetty No.-3 under Intake 3, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,89,382.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(4) NIeT No. : KMC/IGWTP/104/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Enhancement of the 90 inch suction manifold connected with the river water lifting pumps at Intake Stn. No.- 3, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,91,953.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(5) NIeT No. : KMC/IGWTP/105/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Repairing of the down water pipelines of the kitchen of the Qtr. No.-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 & 31 under Block-2 of the 4-Storied Labour Qtr. at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,62,241.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **60 days.**

(6) NIeT No. : KMC/IGWTP/106/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Maintenance of the 72" venturi tube chamber and the western alignment of the HT switchs and transformer room premises adjacent to Pressure Station No.-2, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,60,435.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **120 days.**

(7) NIeT No. : KMC/IGWTP/107/24-25, DT-02/08/2024
Name of the work: **Restoration of the low-tension power network and illumination arrangement at Estate Maintenance Office Premises at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,68,327.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **45 days.** Cost of tender & tender documents: **NIL (For Sl. No. 1 to 7).** Last date & time of online submission of tender: **29.08.2024 up to 1 pm (For Sl. No. 1 to 7).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 7)**.

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/091/2024-2025/03/1st Call
Name of the work: **Sinking of a tubewell (150 x 100) mm dia at Bosepukur (Mosjid Para) in Ward No.-91, under BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,99,952.45.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/PDTW/096/2024-25/01/1st Call
Name of the work: **Sinking of 01 no. 150 mm x 100 mm dia tubewell at Nabanagar Vivekananda Udyan in Ward No.-96, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,99,947.73.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **27.08.2024 - 10.30 am (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **29.08.2024 - 10.30 am (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2024 - 10 am (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : WS/GRWW/PH-IV/11/2023-24/10
Name of the work: **Construction of surface drain at the adjacent back side of GRWW Administrative Building under GRWW Clear Water Campus.** Estimated amount: **₹ 2,75,060.00.** Earnest money: **₹ 5,510.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **20.08.2024 at 2 pm/22.08.2024 at 2 pm.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/285 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at different places of Topsia Road (East) & Topsia Road (South) under BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,93,579.54 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/272 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes, craters, depressed surface of Chowbaga Road from Heritage College Gate No. 3 to Electric Post No. 108/1437 in Ward No. 108 under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,077.40 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/271 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes, craters, depressed surface of Chowbaga Road from Basanti Highway to Chowbaga Muri Factory in Ward No. 108 under BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,443.39 (excluding contingency amount).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid(s): **20.08.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2024 (12 noon) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MH-02/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road surface at Ashirbad Goli from 9G Rani Shankari Lane to 21 Harish Mukherjee Road in Ward No.-73, BR-IX under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,76,576.49.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-09/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road surface from 84 to 78 S.P. Mukherjee Road and 10C S.P. Mukherjee Road to 22A Basanta Bose Road at Rani Shankari Lane Masjid Goli in Ward No.-73, BR-IX under Roads (M) Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,86,873.37.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MH-03/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road surface at Ashirbad Goli near 26 Basanta Bose Road, 10E Rani Shankari Lane to 127D Hazra Road in Ward No.-73, BR-IX under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,97,413.60.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **12 days.**

(4) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MH-01/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of mechanical store room beside Avery room with allied works inside Goragacha Plant under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,42,095.80.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2024 after 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).** (347/24-25)

ফ্যাশন- রূপচর্চা

প্রিয়াঙ্কার ৬ হাজার কোটি টাকার বিউটি ব্যবসার রহস্য

অনেক তারকাই নিজের খ্যাতিকে ব্যবহার করে ব্যবসায় নামেন। বাজার তৈরিই থাকে, ভক্তরাই হন ওই তারকার সম্ভাব্য ক্রেতা। আর ঠিক এ কারণেই বিশ্বের প্রায় সব প্রথম শ্রেণির তারকারই বিউটি ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড আছে। যাঁদের এখনো নেই, শিগগির তাঁরা তা আনবেন, এমন সম্ভাবনাও প্রবল। আপনি যখন এই লেখা পড়ছেন, ততক্ষণে হয়তো বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে কোনো তারকা তাঁর নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে পথচলা শুরু করেছেন। প্রতি মিনিটে তারকারা নতুন নতুন পণ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তবে একটা ব্র্যান্ড বাজারে আনলেই তো হলো না, সেটাকে টিকিয়ে রাখা, প্রতিযোগিতায় টিকে লাভজনক করা চাট্টিখানি কথা নয়। সেই দৌড়ে বেশ ভালোভাবেই উতরে গেছেন বলিউড থেকে হলিউডে পা রাখা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। আবার পরিবেশবাদীরাও এসব পণ্য কেনার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে প্রিয়াঙ্কার পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত করেছেন। আলমোলি হেয়ারকেয়ারের ওয়েবসাইটে গেলেও দেখবেন, সেখানে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হয়েছে কম। বরং পরিবেশবাদী বিভিন্ন বক্তব্যই ঘুরেফিরে নজরে আসবে। আর এটি প্রথমেই প্রিয়াঙ্কাকে আর সবার থেকে আলাদা করেছে। সহজে সবার নজর কেড়েছে। কেননা পশ্চিমা বিশ্বে 'ব্র্যান্ড উইথ আ পারপাস'এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'কাচের বোতল নয়, অর্থ খরচ করুন ভেতরের পণ্যের পেছনে।' সেখানেও কথা রেখেছেন প্রিয়াঙ্কা। গুণেমানে কোনো ছাড় দেননি। তৃতীয়ত, প্রিয়াঙ্কার এসব পণ্য প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। 'ভেগান', ভেষজ উপাদানে তৈরি। সেটিও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সব মিলিয়ে কেবল ২০২৩ সালেই নয়, ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিউটি ব্যবসায় প্রিয়াঙ্কার অবস্থান তারকা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রথম অবস্থানে আছে রিয়ানার ফেন্টি বিউটি। তৃতীয় অবস্থানে আছে কাইলি কসমেটিকস।

হাঁপানির চিকিৎসা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন ও চুক্তি স্বাক্ষর

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ ভারতের প্রায় ৪৫ হাজার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (আইএপি) ও ইন্ডিয়ান চেস্ট সোসাইটি এবং কলকাতা মেট্রোপলিস অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের যৌথ উদ্যোগে রবিবার 'অ্যাস্থমাকন ২০২৪' অনুষ্ঠিত হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শিশুদের হাঁপানি প্রতিরোধের পাশাপাশি এই অসুখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান এই সম্মেলনের লক্ষ্য। এদিনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই প্রথম ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আইএপি-র একটি মউ (সমঝোতাপত্র) স্বাক্ষর হল। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় শিশু বিশেষজ্ঞরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এনএইচএস হাসপাতালগুলিতে ৩ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ফলে আমাদের দেশের শিশুদের আরও উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা দেওয়ার একটা নতুন রাস্তা খুলে গেলো। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও এনএইচএসএর পক্ষ থেকে ডাঃ অমিত গুপ্তা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আইএপি-র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি ডাঃ জি ভি বাসব রাজা, সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ যোগেশ পারিখ এবং কোষাধ্যক্ষ ডাঃ অতনু ভদ্র। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও আইএপি-র একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তাতে এই দুই প্রতিবেশী দেশের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা দুদেশের হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করে শিশুদের চিকিৎসাকে আরও উন্নত করতে পারেন। বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোশিয়েশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সারাবন তাহুরা, জাহাঙ্গীর আলম এবং ডাঃ রহুল আমিন। এর সঙ্গে শিশুদের হাঁপানির নতুন নতুন চিকিৎসা এবং রোগের বাড়াবাড়ি প্রতিরোধে বিভিন্ন টিকার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়। হাঁপানির চিকিৎসায় 'ইনহেলার থেরাপি' যে সবচেয়ে উপযোগী তা সকলেরই জানা। ইদানীং হাঁপানির চিকিৎসায় 'এসএমএআরটি' (সিঙ্গল মেন্টেনেন্স অ্যান্ড রিলিভার থেরাপি) ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বাড়াবাড়ি ধরণের হাঁপানিতে এটি অত্যন্ত উপযোগী। একই সঙ্গে কষ্টের উপশম হবার সঙ্গে সঙ্গে রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এই চিকিৎসার সাহায্যে। যে কোনও অসুখে একাধিক ওষুধ ব্যবহার করার অসুবিধের কথা ভেবেই এই চিকিৎসা।

সারা বছরে বাচ্চাদের হাঁপানির নানা দিক নিয়ে আলোচনার অন্যতম মঞ্চ আইএপি-র বার্ষিক সম্মেলন। ডাঃ অতনু ভদ্র জানালেন যে এই সংগঠন থেকে বিভিন্ন স্কুলে হাঁপানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হচ্ছে। স্কুলগুলিকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে প্রতিটি স্কুলে ফার্স্ট এইড বক্সের মত ইনহেলার রাখা উচিৎ। এর ফলে হাঁপানির আক্রমণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিতে আইএপি-র ইন্টারন্যাশনাল লিয়াজো কমিটির আহ্বায়ক ডা রঞ্জন পেজাভের, ডাঃ বসন্ত খালাতকর এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অমিত গুপ্তাকে ধন্যবাদ জানানো হয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে। আশা করা যায় সম্মেলন আগামী দিনে শিশুদের হাঁপানি-সহ অন্যান্য চিকিৎসায় অনেক নতুন দিক দেখাতে পারবে।

হত্যার শিকার মেয়ে, মায়ের জেল

ক্যানবেরা, ৪ আগস্টঃ মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এক নারী। কিছুদিন পরই স্বামীর হাতে হত্যার শিকার হন তাঁর মেয়ে। পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, বিয়ে দিতে মেয়ের ওপর জোর খাটিয়েছিলেন ওই নারী। অস্ট্রেলিয়ার 'জোরপূর্বক বিবাহ আইনে' এখন তাঁকে যেতে হবে কারাগারে। ওই নারীর নাম সকিনা মুহাম্মদ জান। বয়স চল্লিশের কোঠায়। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে, সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে ২০১৯ সালের ২১ বছর বয়সী মেয়ে রুকিয়া হায়দারিকে ২৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ আলী হালিমির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পর নববধূকে হত্যা করেন মোহাম্মদ আলী। তিনি এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছেন। সকিনা মুহাম্মদ অবশ্য আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। তবে আজ সোমবার আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, মেয়ের ওপর 'অসহনীয় চাপ' দিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। তবে ১২ মাস পর কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন তিনি। বাকি সময়টা কারাগারের বাইরে তাঁকে বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হতে পারে।

চীনকে ঠেকাতে চায় জাপান-যুক্তরাষ্ট্র

বেজিং, ৪ আগস্টঃ দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের 'অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডের' জবাব দিতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। এ ছাড়া এই দুই মিত্রদেশের পক্ষ থেকে চীন ও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতার নিন্দা জানানো হচ্ছে। টোকিওতে গতকাল রোববার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিনোরু কিহারার সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠককে বলা হয় 'টু প্লাস টু' বৈঠক। এ বৈঠকের পর তাঁরা সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাঁরা মিত্রদেশ জাপানের বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়কে আরও গভীর করতে জাপানে সামরিক কমান্ডকে পুনর্গঠন করছেন। এর কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলে চীনকে সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। টোকিওতে চার নেতার বৈঠকের পর এ মন্তব্য করা হয়। তাঁদের এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়ানোর বিষয়ে উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে টোকিও ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানো। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মন্ত্রীদের বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীনের বেআইনি দাবি, ওই অঞ্চলে সামরিকীকরণ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে হুমকি ও উসকানিমূলক কার্যকলাপের প্রতি তাঁদের তীব্র আপত্তির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রীরা। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিবৃতিতে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান ও উসকানিমূলক কৌশলগত সামরিক সহযোগিতার বিষয়টিকে উদ্বেগের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তারা।

১৯ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২৬১ জন ব্যক্তি

মালিগাঁও, ৪ আগস্টঃ ট্রেনে নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী বহন করার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৪-এর জুলাই মাসে ১.৬৩ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনে অভিযান চালিয়ে আরপিএফ নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী বহন করার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করে। প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট ওসিজিআরপি অথবা স্থানীয় থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ টিম এক তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই তল্লাশির সময় তারা ২.৮০ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং এই ঘটনা সম্পর্কে দুইজন ব্যক্তিকে আটক করে। পরে, প্রয়োজনীয় আইনি

পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃতদের ওসিজিআরপিআগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখের অন্য একটি ঘটনায় লামডিঙের আরপিএফ টিম ট্রেন নং. ১২৪২৪ আপ (রাজধানী এক্সপ্রেস) পাহারা দেওয়ার সময় ট্রেন থেকে তিন জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং ২২ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। পরে, প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রীসহ ধৃত ব্যক্তিদের ওসিজিআরপিমরিয়নির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ১৯.৭০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ ও চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী ট্রেনে পরিবহণ করার অভিযোগে ২৬১ জন ব্যক্তিকে আটক করে। বিগত বর্ষের তথা ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী ২৫.৪৩ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ ও চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করেছিল এবং নিষিদ্ধ সামগ্রী চোরা চালানের অভিযোগে ৩৯২ জন ব্যক্তিকে আটক করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রেলওয়েকে মাদক পাচারকারীদের ব্যবহার থেকে মুক্ত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী নিয়মিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। সমস্ত সন্দেহভাজন ট্রেন এবং যাত্রী এলাকায় আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘন ঘন অভিযানও চালানো হয়ে আসছে।

'কমলা হ্যারিসের স্বামী পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন'

ওয়াশিংটন, ৪ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দেশটির আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের শক্তিশালী প্রার্থী কমলা হ্যারিসের স্বামী ডগলাস এমহফ পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন। শনিবার সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ডগলাস এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কমলা হ্যারিস নন, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করা অবস্থায় পরকীয়ায় জড়ান তিনি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল ডগলাসের এই সম্পর্কের খবর ফাঁস করে দেয়। এর পরেই সিএনএনকে দেওয়া বিবৃতিতে সেটা স্বীকার করে নেন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেকেন্ড জেন্টলম্যান'। বিবৃতিতে ডগলাস বলেন, 'আমার প্রথম দাম্পত্যজীবনে, কার্সটিন (ডগলাসের প্রথম স্ত্রী) ও আমার বেশ কঠিন একটি সময় এসেছিল। আমার কারণেই সেটা হয়েছিল। আমি এর দায় স্বীকার করে নিচ্ছি। পরে আমরা পরিবার হিসেবে একসঙ্গে ওই সময় পার করেছিলাম এবং আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলাম।' ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনের তথ্য, ডগলাস এক সময় তাঁর ছোট্ট মেয়ের শিক্ষিকার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন। আর এই কারণে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল। ১৯৯২ সালে কার্সটিনের সঙ্গে ডগলাসের বিয়ে হয়। আর ২০০৮ সালে বিচ্ছেদ হয় তাঁদের। বছর খানেক পর কমলার সঙ্গে ডগলাসের প্রেমের শুরু। ২০১৪ সালে কমলাকে বিয়ে করেন তিনি। বছর চারেক আগে জো বাইডেন যখন কমলা হ্যারিসকে রানিং মেট হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন তখন কমলার স্বামীর আগের সেই পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। ডগলাসের পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন সিএনএনকে বলেন, বিয়ের আগেই ওই সম্পর্কের বিষয়টি কমলাকে জানিয়েছিলেন ডগলাস। ডেইলি মেইলের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ডগলাসের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে ওই নারী গর্ভধারণ করেছিলেন। তবে তিনি সন্তানের জন্ম দেননি। যদিও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে ডগলাসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ওই নারীর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে কমলা হ্যারিসের প্রচার শিবিরের মুখপাত্র ব্রায়ান ফ্যালনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ডগলাসের প্রাক্তন স্ত্রী কার্সটিন বলেন, 'অনেক বছর আগে বেশকিছু কারণে আমি ও ডগলাস বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তিনি আমার সন্তানদের অসাধারণ একজন বাবা। এখনো আমার বেশ ভালো একজন বন্ধু। আমি তাঁর ও কমলার উষ্ণ ও সহযোগিতামূলক সংসারজীবন নিয়ে গর্বিত।'

একটি বেগুনের ওজন সাড়ে তিন কেজি

ওয়াশিংটন, ৪ আগস্টঃ বেনেটের শখ ও নেশা সবজি চাষ। কুমড়া ও তরমুজ দিয়ে শুরু করেন। এরপর বেগুন চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর সেটিই তাঁর জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে ধরা দিয়েছে। এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেভিস কাউন্টির নাগরিক ডেভ বেনেট বিশাল আকৃতির একটি বেগুন উৎপাদন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। বেগুনটির ওজন ৮ . ৩৩ পাউন্ড (সাড়ে ৩ কেজির বেশি)। আইওয়া কৃষি বিভাগের ওজন ও পরিমাপবিষয়ক ব্যুরোর পরিদর্শক ইভান হ্যানকিনস বেগুনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ৮.৩৩ পাউন্ড ওজনের বেগুনটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেগুন। মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরই মূলত বেগুন চাষে উদ্বুদ্ধ হন বেনেট। ওই ব্যক্তি চার পাউন্ড ওজনের একটি বেগুন ফলিয়েছিলেন। রেডিও আইওয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেনেট বলেন, 'আমি পাঁচ বছর ধরে বেগুন চাষ করছি। দুই বছর আগে ৫.৬ পাউন্ড ওজনের একটি বেগুন উৎপাদন করে জাতীয় পর্যায়ে রেকর্ড গড়েছিলাম।' বেনেট আরও বলেন, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছে, রেকর্ডের জন্য তাঁর আবেদনটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর আগের রেকর্ডটি ছিল যুক্তরাজ্যের এক কৃষকের। তিনি ৭.২১ পাউন্ড ওজনের বেগুন উৎপাদন করেছিলেন।

এ রেকর্ড স্মরণীয় করে রাখতে একটি ফলক বানানোর ইচ্ছা রয়েছে বেনেটের। ফলকে তিনি লিখবেন 'আমি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেগুন উৎপাদন করেছি।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া একটি পোস্টে আইওয়া কৃষি বিভাগ লিখেছে, আইওয়ার জন্য বিশ্ব রেকর্ড নিত্যনৈমিত্তিক কোনো ঘটনা নয়। ৮.৩৩ পাউন্ড ওজনের বিশাল একটি বেগুন উৎপাদন করে নতুন রেকর্ড গড়েছেন ডেভিস কাউন্টির ডেভ বেনেট। আইওয়ার ওজন ও পরিমাপ ব্যুরোকে এই রেকর্ড যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যুরোর পরিদর্শক ইভান হ্যানকিনস নিশ্চিত করেছেন, সবকিছু নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সায়েন্সল্যাব অবরোধ আন্দোলনকারীদের, নেই পুলিশ

ঢাকা , ৪ আগস্ট ঃ ঢাকায় বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আহূত সরকার পতনের এক দফা কর্মসূচির সমর্থনে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তবে পুরো এলাকার কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। আজ রবিবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিট নাগাদ অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী সড়কে অবস্থান নেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, মিরপুর সড়কে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের 'এক, দুই, তিন, চার-খুনি হাসিনা গদি ছাড়ো', 'এই বাংলায় হবে না, বৈষম্যের ঠিকানা', 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার', 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন', 'চলছেই চলবে, আমাদের আন্দোলন' সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। অবরোধের ফলে এই সড়কে সবধরনের যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এক দফা দাবিতে রবিবার সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে ফেসবুকে এক পোস্টে এ তথ্য জানান বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ। তিনি জানান, রবিবার বেলা ১১টায় রাজধানী সহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ পালিত হবে। এদিকে অবরোধ কর্মসূচির প্রভাব পড়েছে রাজধানীর সড়কে, চলছে শুধু রিকশা ও সিএনজি। সড়কে মাঝেমধ্যে বাসের দেখা মিললে তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন যাত্রীরা। গণপরিবহণ সংকটে ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী যাত্রী, জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষ, হাসপাতালগামী রোগী ও স্বজনরা। শনিবার দুপুরের পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও এর আশপাশে অবস্থান নেওয়া শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কোটা আন্দোলনের সমর্থনে অভিভাবক ও অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষও এতে অংশ নেন। সে সময় অনেকের হাতে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ডও ছিল। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে শনিবারের বিক্ষোভ এবং রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

১২ বাংলাদেশি ধৃত

আগরতলা ঃ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অপরাধে তিন মহিলা সহ ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ অধিকারিক জানান, ওই সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সীমান্তবর্তী রামনগর ও জয়নগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

Name Change

I,MD SAAD (OLD NAME), SON OF MD KAUSAR ALI, RESIDING AT 39 MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR, PS-JO-RASANKHO, KOLKATA-700007, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAAD ALI (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MD SAAD AND MD SAAD ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PIYALI PODDAR, DAUGHTER OF JADAV PODDAR, RESIDING AT GANDHIPALLY, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS - 743235, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER ARUSHEE ROY(RECORDED IN SUKANYA SAMIRIDDHI ACCOUNT NO 165300050), SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHIRASHRI ADHIKARY (RECORDED IN AADHAR CARD NO 9996-0391-2395 & SBI BANK ACCOUNT NO 41806016250),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT ARUSHEE ROY AND CHIRASHRI ADHIKARY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,RASHIDA MUMTAZ & RUBY MUMTAZ (OLD NAME), DAUGHTER OF HAJI MUMTAJ,WIFE OF MD KAUSAR ALI, RESIDING AT 39, MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR,PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHDA MUMTAZ(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT RASHIDA MUMTAZ & RUBY MUMTAZ ALSO RASHDA MUMTAZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD KAUSER ALI & KAUSAR ALI (OLD NAME), SON OF LATE NAIMUDDIN, RESIDING AT 39 MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR, PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KAUSAR ALI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MD KAUSER ALI & KAUSAR ALI ALSO MD KAUSAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MD SAAD (OLD NAME),SON OF MD KAUSAR ALI, RESIDING AT 39, MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR,PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAAD ALI (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MD SAAD AND MD SAAD ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MD UBAID ALI (OLD NAME), SON OF MD KAUSAR ALI, RESIDING AT 39 MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR, PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD OBAID ALI(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MD UBAID ALI AND MD OBAID ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD UBAID ALI (OLD NAME), SON OF MD KAUSAR ALI, RESIDING AT 39,MADAN MOHAN BURMAN STREET, PO-BARABAZAR, PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD OBAID ALI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024. THAT MD UBAID ALI AND MD OBAID ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Noor Islam (old name) S/O Late Nur Ali Mondal, residing at Vill.- Maynagodi Uttar, P.O.- Noapara, P.S.- Duttapukur, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700125, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nur Islam Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Nur Islam Mondal (new name) and Noor Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I,MD KAUSER ALI & KAUSAR ALI (OLD NAME), SON OF LATE NAIMUDDIN,RESIDING AT 39, MADAN MOHAN BURMAN STREET,PO-BARABAZAR,PS-JORASANKHO, KOLKATA-700007,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KAUSAR ALI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024. THAT MD KAUSER ALI & KAUSAR ALI ALSO MD KAUSAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PRAMILA SARAF & PRAMILA AGARWAL,WIFE OF MAHESH KUMAR AGARWAL, RESIDING AT 10461,ASKA ROAD BRAHMAPUR SADAR,GANJAM,DIST-ORISSA-760001,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAMILA DEVI SARAF VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT PRAMILA SARAF & PRAMILA AGARWAL ALSO PRAMILA DEVI SARAF BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,GOPAL PASARI(OLD NAME),SON OF LATE BISWANATH PASARI AND BISHWANATH PASARI RESIDING AT FD-371, SECTOR-III, SALTLAKE CITY,PS-BIDHANNAGAR NORTH, NORTH24PARGANAS - 700106, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL KUMAR PASARI(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT GOPAL PASARI AND GOPAL KUMAR PASARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MD CHAND,SON OF MOHAMMAD RAFIQUE, RESIDING AT 71/H/4 DR SUDHIR BASU ROAD, KOLKATA -700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD CHAND,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MD CHAND AND MOHAMMAD CHAND BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AJITH KUMAR DEBGUPTA, S/O LATE JATINDRALAL DEBGUPTA,R/O VILL-H.NO.3.260. PRASHANTHI HILLS MEERPET, PS-MEERPET, TELANGANA-500097, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT KUMAR DEBGUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT AJITH KUMAR DEBGUPTA AND AJIT KUMAR DEBGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,Rubi Rashid ,w/o Rashed Rauf, residing at 17/1,Girish vidya ratna lane,Kolkata - 700009,West Bengal.Shall henceforth be known as Sadaf Sashed,vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 02/08/2024.That Rubi Rashid and Sadaf Sashed both are the same and one identical person.

Name Change

I BANALATHA DEBGUPTA, D/O LATE BIDHU BHUSHAN DATTAGUPTA, R/O VILL-H.NO.3.260. PRASHANTHI HILLS MEERPET, PS-MEERPET, TELANGANA-500097, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANALATA DEBGUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT BANALATHA DEBGUPTA AND BANALATA DEBGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,Md Rashid, son of Abdul Fauf,residing at 17/1,Girish vidya ratna lane,Kolkata-700009,West Bengal,shall henceforth be known as Rashed Rauf vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 02/08/2024.That Md Rashid and Rashed Rauf both are the same and one identical person.

Name Change

I, Sk Alamgir Hasan (old name) S/O Sk Aktar, residing at Vill.- Majher Para Nibra, P.O.- Nibra, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin- 711409, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Alamgir Hossain (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. Sk Alamgir Hossain (new name) and Sk Alamgir Hasan (old name) both are same identical person.

Name Change

I,GARGI CHAKRABORTY, WIFE OF RANJAN KUMAR CHAKRABORTY, RESIDING AT 54B SUREN CHANDRA BANERJEE ROAD, BELEGHATA, KOLKATA -700010, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GARGI SAHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024. THAT GARGI CHAKRABORTY AND GARGI SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL.

Name Change

I,TAPAS KUMAR BHUNIA, SON OF MADHUSUDAN BHUNIA, RESIDING AT VILL- RAMGANGA, PS- PATHAR PRATIMA, SUNDARBAN - 743371, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS BHUNIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2024. THAT TAPAS KUMAR BHUNIA AND TAPAS BHUNIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ANHAD SALUJA, SON OF JAGJEET SINGH SALUJA, RESIDING AT K-3, 3RD FLOOR, PRATIKSHA APARTMENT, 19, BANAMALI, NASKAR ROAD, KOLKATA -700060, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANHAD SINGH SALUJA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT ANHAD SALUJA AND ANHAD SINGH SALUJA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MANIK KR GHOSH AND MANIK GHOSH,SON OF LATE HARIPADA GHOSH, RESIDING AT VILL&PO-JATESWAR, PS-FALAKATA,ALIPURDUAR, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIKLAL GHOSH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPURDUAR ON 29/07/2024.THAT MANIK KR GHOSH AND MANIK GHOSH AND MANIKLAL GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TARANJEET KAUR, W/O JAGJEET SINGH SALUJA, R/O K-3, 3RD FLOOR, PRATIKSHA APARTMENT, 19, BANAMALI, NASKAR ROAD, KOLKATA -700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARANJEET KAUR SALUJA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/08/2024, THAT TARANJEET KAUR AND TARANJEET KAUR SALUJA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Biswajit Seal (old name) S/O Ganesh Ch. Seal, residing at Gouranganagar, Satyajitpally, Aswini Nagar, North 24 Parganas, Pin- 700159, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Biswajit Ch. Seal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Biswajit Ch. Seal (new name) and Biswajit Seal (old name) both are same identical person.

বিধবার সঙ্গে সহবাস! বিয়ের দাবি জানাতেই আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের, মহিলাকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ আগস্ট ঃ তুফানগঞ্জে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিধবার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগ স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে। বিয়ের দাবি জানাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল যুবক। তার পরই মহিলাকে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠল যুবকের পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শোরগোল এলাকায়। নির্যাতিতা তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের শালবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। মহিলার দাবি, বছর খানেক আগে তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রতিবেশী এক যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তবে বিয়ের কথা বলতেই বেঁকে বসেন ওই যুবক। এর পরই দুই পক্ষের দুই সন্তানকে নিয়ে অভিযুক্তের বাড়ি যান মহিলা। এই খবর চাউর হতেই অভিযুক্ত যুবক বাড়ির পিছনে গিয়ে বিষ পান করেন। স্থানীয়রা তাকে তড়িঘড়ি তুফানগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। এদিকে প্রতিবেশী কয়েকজন নির্যাতিতাকে বেঁধে রেখে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর বকশিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতা মহিলা। ওই মহিলা বলেন, গত বছর আগস্টে আমার স্বামী মারা যান। তার পর আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সহবাস করে ওই যুবক। এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। আমার থেকে বেশ কিছু টাকাও নিয়েছে ওই যুবক। সেই বিষয়ে কথা বলতে গেলে ওর বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা মিলে আমাকে বেঁধে রেখে মারধর করেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিউড়িতে নার্সিং পরীক্ষার্থীদের কুকীর্তি ফাঁস, উদ্ধার ১২টি মোবাইল

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৪ আগস্ট ঃ কারও গোপনাঙ্গে লুকানো মোবাইল, তো কারও জুতোর তলায়। 'এএনএম' ও 'জিএনএম' নার্সিংয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে মোবাইল ব্যবহারের অভিযোগে ধরা পড়লেন একের পর এক পরীক্ষার্থী। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার সিউড়িতে বেনীমাধব ইনস্টিটিউশনে। এই একটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উদ্ধার হয় অন্তত ১২টি মোবাইল। জানা যাচ্ছে, সিউড়ির ওই স্কুলে মালদা থেকে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন বেশ কিছু জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে প্রথম পর্যায়ে যে পরীক্ষা হয় তাতে সেভাবে কিছু নজরে পড়েনি কর্তৃপক্ষের। তবে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর বেশ কয়েকজনকে দেখে সন্দেহ হয় শিক্ষকের। তখনই দায়িত্বে থাকা এক মহিলা পুলিশকে ডেকে ফের তল্লাশি চালানো হয় পরীক্ষার্থীদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুজয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, 'দ্বিতীয় দফায় মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানোর দেখা যায়, কেউ হিল চটির নীচের অংশ কেটে তার ভেতরে মোবাইল ঢুকিয়ে এনেছেন। কেউ শরীরের নানা জায়গায় এমনকী গোপনাঙ্গেও মোবাইল লুকিয়ে এনেছেন। এবং সবকটি ফোন পুরানো দিনের কি-প্যাড বিশিষ্ট ফোন।' শুধু তাই নয় প্রধান শিক্ষকের দাবি, কেবলমাত্র মালদা জেলা থেকে যে সকল পরীক্ষার্থী এসেছিলেন তাদের থেকেই এমন কিপ্যাড ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এমনকী তিনি এটাও দাবি করেছেন, তাদের স্কুল থেকে ১২টি কিপ্যাড ফোন উদ্ধার হয়েছে, অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে খোঁজখবর নিলে এই ধরনের ঘটনা আরও চোখে আসতে পারে। গোটা ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, কারচুপি করতে গিয়ে যে পরীক্ষার্থীরা ধরা পড়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কাউন্সিলকে জানিয়েছে। এরপর কাউন্সিল যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা করবে।

ভয়ংকর মেঘভাঙা বৃষ্টি ভূস্বর্গে, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ! বন্যা-ধসের কবলে কেরালা থেকে কাশ্মীর

জম্মু, ৪ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গ তো আগে থেকেই ছিল। পরে যোগ হল উত্তরাখণ্ড, হিমাচল, জয়পুর, দিল্লি। এবার কাণ্ড কাশ্মীরে। মেঘভাঙা বৃষ্টিজাত ভয়ানক বিপর্যয়ে ভূস্বর্গ লহমায় নরকে পরিণত! জম্মু ও কাশ্মীরের গন্ডেরবাল জেলায় ক্লাউডবার্স্টের জেরে মুহূর্তে সেখানে নেমে এল বড় মাপের বিপর্যয়। একটি নয়, বলা হচ্ছে 'সিরিজ অব ক্লাউডবার্স্টস'! পর পর বেশ কয়েকবার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে মধ্য কাশ্মীরের এই গন্ডেরবাল জেলার কঙ্গন এলাকায়। এর জেরে এ অঞ্চলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, বহু গাড়ি মাটির নীচে ঢুকে গিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে ফসলেরও। বন্ধ হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক-- বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক। গন্ডেরবাল জেলার কাছেরওয়ানের কাছে ধস নেমে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত। মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান নেমেছে বলেও জানা গেছে। এলাকার একাধিক বাড়ি ও আবাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, শ্রীনগর থেকে লেহ-গামী জাতীয় সড়ক বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত এই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়ায় লাদাখের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই পরিস্থিতিতে বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা আপাতত সম্ভব নয় বলেই জানা গিয়েছে। যাঁরা এই ক্যাম্প থেকে অমরনাথযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তারা একটু অনিশ্চয়তার মধ্যেই পড়ে গেলেন। কেরালার ওয়ানাড়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ভূমিধসের ফলে সেখানে প্রায় সাড়ে ৩০০ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এখনই। নিখোঁজ অসংখ্য। অতিবৃষ্টি, হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। এদিকে গত কয়েকদিন ধরেই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। ভূমিধসও নেমেছে হিমাচলের একাধিক এলাকায়। বেশ কয়েকটি জাতীয় এবং রাজ্য সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত। সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ।

ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনায় কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি, স্পষ্টীকরণ কর্তৃপক্ষ এবং ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৪ আগস্ট ঃ ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংগঠিত হলেও কোনও শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেনি বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে। এদিন রবিবার ডালমিয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা ৬-টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনে যে নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে, সেখানে ক্র্যাং টাওয়ার ভেঙে পড়লেও কোনও শ্রমিক নিহত হননি। তবে ওই দুর্ঘটনায় সাতজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহত সাত শ্রমিকের মধ্যে গুরুতর আহত পাঁচজনকে হোজাইয়ে বেসরকারি হাম হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে ওই পাঁচ শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে। তাছাড়া আহত আরও দুই শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে উমরাংসো হাসপাতালে। তবে শনিবার সন্ধ্যায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনের নতুন প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রথমে পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুর আশংকা করা হয়েছিল। তবে আজ ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর অস্বীকার করেছেন কর্তৃপক্ষ। এদিকে আজ রবিবার ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাস শনিবার সন্ধ্যায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি বলে জানিয়েছেন। তবে কার ভুলে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে কারও কাছে কোনও উত্তর নেই। ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনে যে নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানে শতাধিক কর্মী কাজে নিয়োজিত। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের জন্য কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই বলে জনৈক শ্রমিক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ আগস্ট ঃ রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি ঘাটাল ব্লকের মনশুকাতে বন্যা পরিদর্শনে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। মিটিংয়ে জেলাশাসক জানান, প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে এবং পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে। মুখ্যমন্ত্রীও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। জেলাশাসক কাদেরি জানান, প্রয়োজনে মানুষকে সরানোর জন্য রিলিফ সেন্টারগুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর হল ০৩২২৫ ২৫৫১৪৫। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ঘরের মধ্যে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকের সাথে ছিলেন ঘাটালের এসডিও সুমন বিশ্বাস, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামলী সর্দার, সহকারী সভাপতি বিকাশ কর সহ অন্যান্যরা। নিম্নচাপের জেরে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ঘাটাল ব্লকের মনশুকাতে ঝুমি নদীর জল বেড়ে যায়, যার ফলে সাতটি বাঁশের সাঁকো ভেসে যায় এবং রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়। বর্তমানে ঝুমি নদীর জল কমতে শুরু করেছে, তবে শিলাবতী নদীর জল কিছুটা বেড়েছে। ঘাটাল পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডের নিচু এলাকায় জল প্লাবিত হয়েছে এবং ওই এলাকার শাখা রাস্তা গুলিতেও জল উঠেছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, শিলাবতী নদীর জল বিপদ সীমার নিচে বইছে এবং পরিস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক নয়। তবে বেশি বৃষ্টি হলে বিশেষ করে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়াতে এবং বিভিন্ন জলধার থেকে জল ছাড়া অব্যাহত থাকলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়ে প্রশাসন শতভাগ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ঝালমুড়ি খেতে গিয়ে বিপত্তি, পা পিছলে ট্রেন থেকে নদীতে পড়ল যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, ওদলাবাড়ি, ৪ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধ্যা নামার আগে ট্রেন যখন ওদলাবাড়ির ঘিস নদীর রেলসেতু পেরোচ্ছে তখন ট্রেনের কামরার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন। এই সেতুতে কোনও গার্ডওয়াল নেই। হঠাৎই পা পিছলে এক ব্যক্তি সোজা নদীতে পড়ে তীব্র জলস্রোতে ভেসে যেতে শুরু করেন। ঘিস কলোনির দুই তরুণ মহম্মদ ফারুক এবং মহম্মদ রমজান সেই সময় নদীপাড়েই ছিলেন। ট্রেনযাত্রীদের তুমুল চিৎকার চেঁচামেচিতে তাঁরা কয়েক মুহূর্তেই টের পান। দেরি না করে দুজনেই নদীতে ঝাঁপ দেন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে তাঁরা পাড়ে তুলে আনেন। রতনকে উদ্ধার করার পর সাইনুলরা তাঁকে স্থানীয় একটি ধাবায় নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন। তারপর পুলিশে খবর দেন। মাল থানার পুলিশ পরে ব্যক্তিটিকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ঠিক কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে সেই বিষয়ে তদন্তকারীরা নিশ্চিত নন। ব্যক্তিটি অবশ্য একটি বিষয়ে নিশ্চিত, ট্রেনের কামরায় খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি আর কখনও ঝালমুড়ি খাবেন না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে উদ্‌যাপিত শহীদ দিবস

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ৪ আগস্ট ঃ ভেজাল তেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত হওয়া রবিন, বিমান, হায়দারের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হলো মাথাভাঙ্গায়। এদিন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

মাথাভাঙ্গা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে উদ্‌যাপিত হয় এই শহীদ দিবস । শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের পাশাপাশি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলীয় কর্মীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সদস্য এবং কোচবিহার জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি বিশ্বজিত সরকার, মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ক্ষিতিন্দ্র নাথ বর্মন, জেলা কংগ্রেস সদস্য তপন বর্মন, সুনীল সরকার, যুব কংগ্রেস নেতা এরশাদ মিয়া সহ আরও অন্যান্যরা। বিশ্বজিত সরকার জানান কলকাতার বেহালায় ভেজাল তেল সরবরাহের প্রতিবাদে সরবরাহ কারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অসুস্থ মানুষদের সুচিকিৎসার দাবিতে ১৯৮৮ সালের ৪ আগস্ট কোচবিহারে আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রবিন দাস, বিমান নারায়ণ চন্দ ও হায়দার আলী। শহীদদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি শহীদের অবদান শহর বাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতেই প্রতিবছর এই শহীদ দিবস পালন করা হয় বলেও জানান তিনি।

বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সামনেই তৃণমূলের বিক্ষোভ ও 'গো ব্যাক' স্লোগান

দুরন্তবার্তা, নদীয়া, ৪ আগস্ট ঃ শাসকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কর্মীদের উৎসাহ দিতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অমৃতা রায়, যিনি রানীমা নামে পরিচিত। রবিবার নদীয়ার চাপড়া থানার দৈয়েরবাজার সমবায় সমিতি নির্বাচনে শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির আয়োজিত অবরোধ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেন। অবরোধের খবর পেয়ে, চাপড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও, অমৃতা রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনে। তৃণমূল কর্মীদের এই বিক্ষোভের মধ্যেও অমৃতা রায় তার দলের কর্মীদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এলাকার রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নোংরা আবর্জনা তোলা শুরু করল আলিপুরদুয়ার পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ আগস্ট ঃ এলাকার নাগরিকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তুলে দিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিন সকাল বেলায় বিভিন্ন বাজার ঘাট এবং রাস্তার আশপাশের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করত আলিপুরদুয়ার পৌরসভার কর্মীরা। তবে দিনের বেলা বাজার চলবার পর ওই বাজার এবং আশপাশের এলাকা নোংরা

আবর্জনায় ভরে যেত। ফলে একপ্রকার সমস্যায় পড়তে হতো বাজারে আসা ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকার নাগরিকদের। সেই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাট থেকে দুই বেলা নোংরা আবর্জনা সংগ্রহ করার চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে পৌরসভা। জানা গেছে এখন থেকে সকাল বেলার পাশাপাশি সন্ধ্যেবেলাতেও আলিপুরদুয়ার পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন বাজার ঘাট থেকে নোংরা আবর্জনা সংগ্রহ করবে পৌরসভার কর্মীরা।

বানভাসি জলে তলিয়ে গেল পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের ধেনুয়া গ্রামে রবিবার এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দশম শ্রেণীর পড়ুয়া সূর্য ঘোষ (১৫) বানভাসি জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সূর্য স্থানীয় ভুরকুন্ডা হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। এদিন সূর্য তার ১৫-১৬ জন বন্ধুস্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের বন্যার জল দেখতে যায়। জল দেখতে গিয়ে স্নানের জন্য গ্রামের একটি ফুটবল মাঠ থেকে কিছুটা দূরে থাকা একটি খালের কাছে পৌঁছালে সূর্য বন্যার জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। তার সঙ্গীরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নৌকা নামানো হয় এবং কালনা থেকে ডুবুরি আনার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এই দুর্ঘটনার কারণে। এখনও পর্যন্ত সূর্য ঘোষের দেহ উদ্ধার করা যায়নি এবং উদ্ধারকাজ চলছে।

ট্রেনের চাকায় ধোঁয়া, আতঙ্ক যাত্রীদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ আগস্ট ঃ যাত্রীবাহী দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরার চাকা থেকে ধোঁয়া বের হওয়ায় আগুনের আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। ঘটনাটি বর্ধমান - সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে বীরভূমের রামপুরহাট ও স্বাধীনপুর রেল স্টেশনের মাঝে কাবিলপুর রেল গেটের কাছে। রবিবার বিকেলে ১২৫০৯ আপ ব্যাঙ্গালোর-গৌহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকেলে ৫.১০ মিনিটে রামপুরহাটের দিক থেকে নলহাটির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় এস টু কামরার চাকা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন ট্রেনের যাত্রীরা। তারা বিষয়টি ট্রেনের টিটি কে জানালে কাবিলপুর রেল গেটের কাছে ট্রেনটি দাঁড় করানো হয়। আগুন আতঙ্কে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন যাত্রীরা। পরে ট্রেনে থাকা অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে রেল পুলিশ। পরে রেলের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান এস টু কামরার চাকা থেকে ধোঁয়া বের হওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে। তবে প্রায় ১৫ মিনিট পর ট্রেনটি গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দেয়।

তারকেশ্বরের মন্দিরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, আহত ১২ জন পুণ্যার্থী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ আগস্ট ঃ তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার পথে বাঁকুড়ার কোতুলপুরের শিহড়ে দুর্ঘটনায় জখম হলেন ১২ জন পুণ্যার্থী। পিকআপ ভ্যান উল্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। তাঁদের কোতুলপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের আরামবাগ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রবিবার সকালে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তারকেশ্বরে আসছিলেন সবাই, আচমকাই পিকআপ ভ্যান উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন।

রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুরঃ ১২ অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ আগস্ট ঃ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর জেরে চিকিৎসককে মারধর ও হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, চিকিৎসককে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাবে পুলিশ। উল্লেখ্য, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজন হামলা চালায় হাসপাতালে। ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি কর্তব্যরত ইন্টান চিকিৎসককে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র জলের তলায়, বন্ধ পঠন পাঠন ও মিডডে মিল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের আকুই ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বনকী আদিবাসী পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি জলের তলায় চলে গেছে। গত তিন দিন ধরে প্রবল বৃষ্টির কারণে এই শিক্ষা কেন্দ্রে জল জমে রয়েছে, যার ফলে পঠন পাঠন ও মিডডে মিল বন্ধ রয়েছে। এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বর্ষার মরসুম এলেই প্রতি বছর এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিবছর বর্ষা শুরু হলেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাদের। বারবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এলাকার মানুষ সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইছেন যাতে শিশুরা আবার শিক্ষা কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারে এবং তাদের পঠন পাঠন ও মিডডে মিল পুনরায় চালু হয়।

বুনো হাতির তাণ্ডব

অসম, ৪ আগস্ট ঃ বাকসা জেলার অন্তর্গত গোরেশ্বরে বুনো হাতির তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি পরিবারের বসতগৃহ। ঘটনা শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত গোরেশ্বর থানাধীন ঢেকিপোতা গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। ভুক্তভোগীদের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলা বন দফতরের জনৈক আধিকারিক জানান, খাদ্যের সন্ধানে বনাঞ্চল থেকে জনপদে একটি হাতির দল নেমে এসেছে। হাতির এই দল ঢেকিপোতা সহ সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে দিবারাত্র উপদ্রব চালিয়েছে। গতরাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত হাতির দলটি কৃষকদের খেত, উৎপাদিত ফসল সহ বেশ কয়েকটি পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। বন আধিকারিক বলেন, প্রায় তিনদিন ধরে হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করছেন। হাতির আতঙ্কে ঢেকিপোতা সহ সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষজন বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন।

জঙ্গলমহল সফরে মুখ্যমন্ত্রী, সভাস্থল খতিয়ে দেখলেন নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রামে ২ দিনের সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনের আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আগামী ৮ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে আসবেন এবং তিনি ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ী সংলগ্ন টুরিস্ট কমপ্লেক্সে রাত্রিবাস করবেন। ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আদিবাসী গুণীজনদের সংবর্ধনা, আদিবাসী কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা প্রদান, এবং বিভিন্ন আদিবাসী ক্লাবগুলিকে বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সোরেন সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায়, মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামবাসীকে অভিনন্দন জানাবেন। লোকসভা নির্বাচনের পর এটি হবে মুখ্যমন্ত্রীর ঝাড়গ্রামে প্রথম সফর, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা রয়েছে। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্য ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে যান মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা এবং গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। তিনি বলেন, আগামী ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হবে এবং সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং মঞ্চ তৈরির কাজ খতিয়ে দেখছি। এদিন ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এডিশনাল এসপি, ঝাড়গ্রাম থানার আইসি, ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য প্রশাসনের আধিকারিকরা।

শান্তিপুরে নতুন করে গঙ্গা ভাঙন, আতঙ্কে ৭০০ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৪ আগস্ট ঃ বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার কারণে ভাগীরথী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অতিবৃষ্টির ফলে শান্তিপুরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামচাঁদ ঘাট এলাকায় নতুন করে গঙ্গার পার ভাঙন দেখা দিয়েছে। এই ভাঙনের ফলে আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসী এবং প্রায় ৭০০ পরিবার। বিগত তিন দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির কারণে চাষের জমিতে জল জমেছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার ফলে ভাগীরথী নদীর জলস্তর আরও বেড়ে যায় এবং নতুন করে ভাঙন সৃষ্টি হয়। প্রচুর কচুরিপানা জমা হওয়ার কারণে নদীতে যাত্রী পারাপারের নৌকাগুলি আটকে যাচ্ছে। শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তার জয়ের প্রথম কাজ হবে শান্তিপুরের গঙ্গার ভাঙনরোধ করা। তিনি সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পার বাঁধানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তবে নতুন করে ভাঙন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বর্ষার কারণে শ্যামচাঁদ ঘাটের কিছু জায়গায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই আবারও ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর মতে, এইভাবে নদী পার ভাঙতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বসতি গঙ্গার জলে তলিয়ে যাবে। তারা অভিযোগ করেন, সরকার ঠিকভাবে কাজ না করায় এই দুর্দশার মধ্যে তাদের পড়তে হয়েছে। নতুন করে ভাঙন হওয়ায় এলাকাবাসী যথেষ্ট আতঙ্কিত।

গন্ডাছড়ায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা সহ উন্নয়নের গতি দ্রুত করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ত্রিপুরা, ৪ আগস্ট ঃ অবিশ্বাস আর প্রতিহিংসার রোষানলে বিধ্বস্ত গন্ডাছড়ায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা সহ রাজ্য সরকারের নিবিড় ও বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। এছাড়া প্রয়াত পরমেশ্বর রিয়াঙের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য, ১২ জুলাইয়ের ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের তিন লক্ষ টাকা করে সাহায্য, আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী দেড় লক্ষ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য, চারটি স্থায়ী নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এখানে এসে প্রথমে যান প্রয়াত পরমেশ্বর রিয়াঙের বাড়ি। কথা বলেন শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে। তারপর ১২ জুলাইয়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। পরদর্শন শেষে রেভিনিউ ডাক বাংলোয় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার আহ্বান জানান ডা. মানিক। পাশাপাশি ত্রাণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য এবং উন্নয়নমূলক বহু পরিকল্পনারও ঘোষণা করেন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে অমরপুর হয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে ১২ জুলাইয়ের ঘটনায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত সাত কার্ড এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা নিয়ে না যাওয়া ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সাধারণ মানুষকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। তবে শরণার্থী শিবিরের অশ্রিতরা একটি দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

সবুজয়ানের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ শিলিগুড়িতে বাড়ছে গরম, আগের তুলনায় অনেকটাই গরম বেড়ে গেছে। বড় বড় অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, গাছপালা কমে যাচ্ছে যার জন্য বাড়ছে গরম এমনটাই মনে করছেন অধিকাংশ মানুষ। এদিন সবুজাযনের লক্ষ্যে হর্টিকালচার সোসাইটি এর তরফ থেকে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি করা হয়। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সোসাইটির সহ-সভাপতি বাপি পাল জানান তাদের লক্ষ্য শহরকে সবুজায়ন করা, সেই লক্ষ্যেই এদিন বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি করা হলো। তিনি আরো জানান শিলিগুড়িতে আগের তুলনায় গরম অনেকটাই বেড়েছে, আসলে সবুজয়ান কমে গেছে। পাশাপাশি তিনি আরো জানান, হার্টিকালচার সোসাইটি সদা সর্বদা সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে থাকে। তিনি আরো জানান, একটি চারা গাছরোপন করবার পর, তাকে যত্ন করতে হবে, পরিমাণ মতো জল দিতে হবে সার দিতে হবে। প্রসঙ্গত এদিন দুপুরে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ আগস্ট ঃ আবার বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার মালদায়। পুলিশি অভিযানে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার। ঘটনায় গ্রেফতার চার মাদক কারবারি। বাজেয়াপ্ত দু'টি বাইক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ আলিপুর- দুই পঞ্চায়েতের চাতরা এলাকায় অভিযান চালায়। বাইকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় আটক করা হয়। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৪৫১ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত নাসিমুল শেখ, মহম্মদ সামিউল শেখ, সামায়ুন শেখ এবং মহম্মদ শাহজাহান শেখ সকলেই কালিয়াচকের বাসিন্দা। ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেবে পুলিশ। আজ ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

Mongaldihi Gram Panchayet
Raghaipur, Mongaldihi, Birbhum
e-NIT No.- 01/MGP/24 Dated-31.07.2024
e-NIT No.- 02/MGP/24 Dated-31.07.2024
e-NIT No.- 03/MGP/24 Dated-31.07.2024
e-NIT No.-06/MGP/24 Dated-31.07.2024
All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.wbetender.gov.in and Mongaldihi Gram Panchayet Office.
Sd/-
Prodhan
Mongaldihi Gram Panchayet

অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক হচ্ছেন মনু!

প্যারিস, ৪ আগস্ট ঃ ১২৪ বছরের পুরনো ইতিহাস ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন তিনি। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম অ্যাথলিট হিসাবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের নজির এখন তাঁর নামের পাশে। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন এক ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয়। ১৯০০ সালে ভারতীয় হিসাবে এক অলিম্পিকে দুটি পদক ছিল নর্ম্যান প্রিচার্ডের। সেই রেকর্ড ছুঁয়ে মনু এখন দেশজোড়া জনপ্রিয়। এবার মনুকে বিশেষ সম্মান দিচ্ছে ভারতের অলিম্পিক সংস্থা। প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক হচ্ছেন মনু । অলিম্পিকে দুটি পদক নিয়ে অভিযান শেষ করেছেন তিনি। অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে তৃতীয় পদক। এখনও পর্যন্ত ভারতের তিনটি পদকই এসেছে শুটিং থেকে। তার মধ্যে দু'টি পদক জয়ের কৃতিত্ব মনুর। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্ট এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু। নিজের ইভেন্ট শেষ হয়ে গেলেও মনুকে প্যারিসে থাকতে হবে।

সূত্রের খবর, আইওসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মনুই হবেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহী। তাঁর সঙ্গে পুরুষ অ্যাথলিট কে হবেন, সেটা অবশ্য এখনও নিশ্চিত নয়। একাধিক পুরুষ অ্যাথলিটের ইভেন্ট এখনও বাকি। তাঁদের মধ্যে একাধিক অ্যাথলিটের পদক জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ইন্ডিয়া অলিম্পিক কমিটি। পুরুষ পতাকাবাহক হিসাবে কাকে বাছা হবে সেটা শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত হবে। তবে মহিলা পতাকাবাহক হিসাবে মনুর নাম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত। অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক ছিলেন শাটলার পিভি সিন্ধু এবং টেবিল টেনিস তারকা শরদ কমল। দুবারের পদকজয়ী সিন্ধু এবার ফিরেছেন শূন্য হাতে। শরদ কমলও ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তবে দলগত ইভেন্টে এখনও পদক জেতার সম্ভাবনা আছে তাঁর।

প্রীতমের দল বদলের জল্পনা, বাগান থেকে হতে পারে একজনের বিদায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস গ্রীষ্মের ট্রান্সফার উইন্ডোর শুরু থেকেই কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি থেকে প্রীতম কোটালকে তাদের দলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সোয়াপ ডিলের মাধ্যমে দল বদল করা হলেও হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হয়েছে, প্রীতম কোটালের পরিবর্তে ব্লাস্টার্স মোহনবাগানের কাছে দু'জন খেলোয়াড় চেয়েছিল। মোহনবাগান অবশ্য এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। প্রীতম কোটালের জায়গায় মোহনবাগান ব্লাস্টার্সকে মাত্র একজন ফুটবলার দিতে পারে বলে অনুমান। কেরালা ব্লাস্টার্স নতুন কোচ নিয়োগ করেছে। স্কোয়াডে হচ্ছে রদবদল। ২০২৩-২৪ মরসুমে কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে ধারাবাহিকভাবে ফর্মে ছিলেন না প্রীতম কোটাল। কিছু ক্ষেত্রে সমর্থকদের হতাশ করেছিলেন। টিম ম্যানেজমেন্টও কি আস্থা হারিয়েছে প্রীতমের ওপর থেকে? এই প্রশ্ন উঠেছিল এক সময়। ট্রান্সফার মার্কেটে একাধিক নামীদামী ফুটবলারকে নিয়ে জল্পনা চলছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হেভিওয়েট বিদেশি ফুটবলারদের কেন্দ্র করে গরম হয়ে রয়েছে দল বদলের বাজার। তুলনায় প্রীতম কোটালকে নিয়ে এখন জল্পনা কম। তবে কৌতূহল রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে প্রীতম ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম ধারবাহিক ফুটবলার। একটা মরসুম আশানুরূপভাবে খেলতে না পারলেও তাঁকে ঘিরে এখনও প্রত্যাশা রয়েছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় হওয়া এই পোস্ট অনুযায়ী, দুই ক্লাবের মধ্যে সোয়াপ ডিল হতে চলেছে। তবে কোন খেলোযাড় মোহনবাগান থেকে কেরালা ব্লাস্টার্সে যাবেন তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

অলিম্পিকের কোয়ার্টারে হার বক্সার নিশান্তের

প্যারিস, ৪ আগস্ট ঃ অলিম্পিক বক্সিংয়ে ফের দুঃসংবাদ। তীরে এসে তরী ডুবল বক্সার নিশান্ত দেবের। শনিবার মধ্যরাতে পুরুষদের ৭১ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোর মার্কো ভার্দের কাছে ৪-১ এ হারলেন নিশান্ত। কিন্তু তাঁর পরাজয় নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন। ৭১ কেজিতে প্যান আমেরিকান গেমস চ্যাম্পিয়ন ভার্দে। চলতি অলিম্পিকে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বাছাই। কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালো করেছিলেন নিশান্ত। আগ্রাসী দেখায় তাঁকে। ব্যাকফুটে ঠেলে দেন মেক্সিকান প্রতিপক্ষকে। প্রথম রাউন্ডে জিতেওছিলেন ভারতীয় বক্সার। দ্বিতীয় রাউন্ডেও দুর্দান্ত খেলেন তিনি। খালি চোখে দেখে মনে হয়েছিল দ্বিতীয় রাউন্ডেও নিশান্তই বেশি আগ্রাসী। অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। নিশান্তকে দেখে আত্মবিশ্বাসীও মনে হয়েছিল। ভারতীয় কোচেরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন, জিতবেন নিশান্তই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডের ফলাফলে দেখা গেল আম্পায়াররা সিদ্ধান্ত দিলেন ভার্দের পক্ষে। পাঁচ আম্পায়ারের মধ্যে একজন মত দেন নিশান্তের পক্ষে। আর চারজন মত দেন ভার্দের পক্ষে। রেজাল্ট জানার পর অবাক হয়ে মাথা নাড়তে দেখা যায় নিশান্তকে। অলিম্পিকে ভারতের বক্সিং ইতিহাসে বিজেন্দ্র সিং, মেরি কম, লাভলিনা বরগোঁহাইযের পর নিশান্ত দেবের নাম থাকতে পারত। কিন্তু অল্পের অন্য সেটা হল না। নিশান্তের এই পরাজয়ে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্কোরিং সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী প্রাক্তন বক্সার বিজেন্দ্র সিং। তিনি সোশাল মিডিয়ায় বলছেন, আমার মনে হয় লড়াইটা খুব টানটান ছিল না। জানি না স্কোরিং সিস্টেমটা কী। নিশান্ত তুমি খুব ভালো খেলেছ। অভিনেতা রণদীপ হুডাও সোশাল মিডিয়ায় নিশান্তের হার নিয়ে সরব। তিনি স্পষ্ট বলছেন, স্কোরিং সিস্টেমের জন্যই পদক হাতছাড়া হল নিশান্তের। আম্পায়াররা একটি পদক লুটে নিলেন। সাধারণ নেটিজেনরাও নিশান্তের সমর্থনে সুর চড়াচ্ছেন।

অনবদ্য পিআর শ্রীজেশ হকি সেমিফাইনালে ভারত

প্যারিস, ৪ আগস্ট ঃ দুরন্ত জয় পেল ভারত। ফিল্ডে একজন কম থাকার পরেও গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করল ভারতীয় টিম। প্যারিস অলিম্পিকে পদক জয়ের আরও কাছে ভারতীয় হকি দল। গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের নায়ক শ্রীজেশ। পেনাল্টি শুট আউটের মাধ্যমে ম্যাচের ফলাফল চূড়ান্ত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোরলাইন ছিল ১-১। ভারতের হয়ে পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত সিং। ভারত এগিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন লি মর্টন। পেনাল্টি শুট আউটে ভারত জিতেছে ৪-২ ব্যবধানে।

হাফ টাইমের পর ১-১ গোলে সমতায় ছিল দুই দল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতের অমিত রোহিদাস লাল কার্ড দেখে মাঠের

বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন। অর্থাৎ ভারতীয় দল ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে বাকি সময় মাঠে ছিল। ভারত হরমনপ্রীত সিংয়ের দুর্দান্ত গোলে লিড নিয়েছিল, তবে লি মর্টন শীঘ্রই ব্রিটেনের পক্ষে সমতাসূচক গোলটি করেছিলেন। ব্রিটেনের হয়ে লি মর্টন পাল্টা আক্রমণে গোল করেন এবং হরমনপ্রীত সিং পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতীয় দলকে ২২ মিনিটে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। প্যারিস অলিম্পিকে হরমনপ্রীতের এটি সপ্তম গোল। প্যারিস অলিম্পিকে এই প্রথম কোনো খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখানো হল। প্রথম কোয়ার্টারে দুই দলই পেনাল্টি কর্নার পেলেও তা গোলে পরিণত করতে পারেনি কেউ। এই সময়ে ভারতের গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ দৃঢ়তার সাথে পারফর্ম করেন এবং ব্রিটেনের প্রতিটি আক্রমণ ঠেকাতে সফল হন। ভারত পরপর তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোলে রূপান্তর করতে পারেনি।

এখন দুজনের পথ আলাদা কোহলিকে নিয়ে মুখ খুললেন মাহি

রাঁচি, ৪ আগস্ট ঃ দুজনেই ক্রিকেটের কিংবদন্তি। একজন জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও আইপিএলে আগুন ছোটানা বন্দ করেন নি। অন্যদিকে এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন আরেকজন। দেশের জার্সিতেও নেতৃত্বের ব্যাটন এসেছিল ধোনির থেকে বিরাট কোহলির হাতে। মাঠের বাইরেও দুজনের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। এবার সে বিষয়ে মুখ খুললেন ধোনি। মাঠে একসময় ঝড় তুলত 'মাহিরাট' জুটি। তাঁদের 'রানিং বিট্যুইন দ্য উইকেট' দেখে অবাক হতেন দর্শকরা। একসঙ্গে খেলে একের পর এক ম্যাচ জিতিয়েছেন ভারতকে। এখন যদিও দুজনের পথ আলাদা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার পর ধোনিকে এখন শুধু দেখা যায় আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। কিন্তু দেশের জার্সিতে এখনও খেলে চলেছেন বিরাট কোহলি। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর ইনিংস এখনও চোখে লেগে রয়েছে ক্রিকেটভক্তদের। যদিও মাঠের বাইরে আজও অটুট দুজনের সম্পর্ক। যে বিষয়ে ধোনি বলেন, আমরা জাতীয় দলে বহু দিন একসঙ্গে খেলেছি। বিরাট বিশ্বক্রিকেটের অন্যতম সেরা

প্লেয়ার। এটা সত্যি যে, মাঝের দিকের ওভারে একসঙ্গে খেলার সময় আমরা খুব মজা করতাম। কারণ আমরা প্রচুর ২ ও ৩ রান নিতাম। সেটা খুব মজার অভিজ্ঞতা ছিল। তবে এখন সেভাবে আমাদের দেখা হয় না। কিন্তু যখনই আমাদের দেখা হয়, আমরা বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে যাই। দুজনে অনেকক্ষণ আড্ডা মারি। বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়। বিরাটের সঙ্গে আমার সেরকমই সম্পর্ক। বিরাটও এর আগে বহুবার বলেছেন দুজনের সুসম্পর্কের কথা। গত আইপিএলে চেন্নাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগেও বিরাটের মুখে উঠে এসেছিল দুজনের ম্যাচ জেতানো অসংখ্য মুহূর্তের কথা। এবার 'কিং' কোহলিকে নিয়ে মুখ খুললেন মাহিও।

সিরিজ জয় আরও সহজ! সরে গেল কঠিন বাধা

কলম্বো, ৪ জুলাই ঃ ভারতের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে আরেকটি বড় ধাক্কা খেয়েছে শ্রীলঙ্কা। অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার নামও চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি ভারতের বিপক্ষে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। হাসারাঙ্গার বাদ পড়ার কারণ হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি, যা সম্ভবত শুক্রবার (২ আগস্ট) কলম্বোয় প্রথম ওয়ানডে চলাকালীন ঘটেছিল। হাসারাঙ্গার প্রস্থান শ্রীলঙ্কার জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কারণ তাদের বোলিং লাইনআপে ইতিমধ্যে দুশমন্থ চামিরা, মাথিশা পাথিরানা, দিলশান মাদুশঙ্কা অন্তর্ভুক্ত নেই। এই তিন খেলোয়াড়ই ইনজুরির কারণে ইতিমধ্যেই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন এবং এখন হাসারাঙ্গার প্রস্থান এই সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে আরও দুর্বল করতে চলেছে। হাসারাঙ্গার বিদায়ের পর তাঁর বদলি খেলোয়াড়ের নামও ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। আয়োজকদের হয়ে হাসারাঙ্গার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে জেফরি ভ্যান্ডারসেকে। তবে এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা করা হয়নি। বোলিংয়ের দিক থেকে ভ্যান্ডারসে হাসারাঙ্গার মতোই কিন্তু ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে হাসারাঙ্গার মতো আস্থা অর্জন করতে পারেননি। ভারতের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন হাসারাঙ্গা। এমন পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তাঁর অভাব অনুভূত হবে নিশ্চিত।দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে, ম্যাচ চলাকালীন কলম্বোতে বৃষ্টির ৭০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বিলম্বিত হয় বা ম্যাচটি সংক্ষিপ্ত হয়, তবে টস বিজয়ী অধিনায়ক হয়তো বোলিংয়ের অপশন নেবেন। কারণ পরে ডিআরএস অপশন রয়েছে।

ভারতের হয়ে খেলতে চান, তাহলে বড় ক্লাবগুলিতে যেতেই হবে ঃ সুনীল ছেত্রি

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ ভারতের প্রাচীনতম দু'টি ক্লাব। প্রথমটা হচ্ছে মোহন বাগান, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। কিংবদন্তি ফুটবলার সুনীল ছেত্রী সেই ভারতের প্রাচীনতম দু'টি বড় ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন। ফেলে আসা দিনের কথা বলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। সুনীল বলেন, 'আমি যখন কেরিয়ার শুরু করি তখন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের আলাদা দাপট ছিল। সবারই স্বপ্ন ছিল এই দুই ক্লাবে যোগ দেওয়ার। ফুটবলের জন্য তারা ছিলেন পিঠস্থানের মতো। তবে এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) আসার পর থেকে প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব বড় ক্লাব রয়েছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এখনও বড় নাম, তবে অন্যান্য বড় ক্লাবও এসেছে।' মোহনবাগানে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে সুনীল বলেছেন, 'আজকের সময়ে নাম কামানোর জন্য, অর্থ উপার্জন

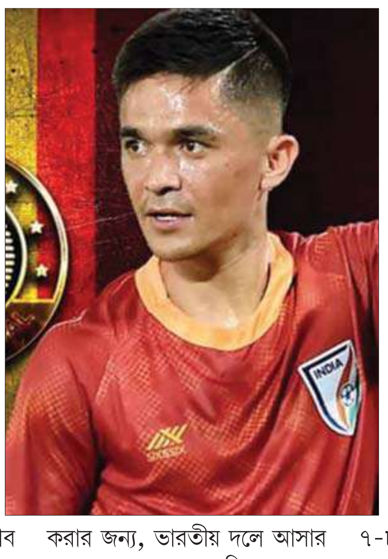

করার জন্য, ভারতীয় দলে আসার জন্য আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। কিন্তু সেই সময় আপনি যদি ভারতের হয়ে খেলতে চান, ভাল অর্থ উপার্জন করতে চান, তাহলে আপনাকে এই বড় ক্লাবগুলিতে যেতেই হবে। কাঠামোর দিক থেকে এই বড় ক্লাবগুলোর তখন একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। তারা দেশের সেরা প্রতিভাদের দলে নিতে।' এ ছাড়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, চার্চিল, জেসিটি, ডেম্পো, সালগাঁওকর ক্লাবের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। সুনীল জানান, 'একাডেমি থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল। কাঠামো অনুযায়ী আপনি ১০-১১ মাস ক্লাবে থাকবেন। বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলবেন। আগে অনেক ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হতো। বিষয়গুলো এখন বেশ গোছানো হয়েছে। আইএসএল ৭-৮ মাস চলে। সুপার কাপ আছে, ডুরান্ড কাপ আছে। এই ব্লুপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ থেকে। অথবা অন্যান্য দেশ থেকে নেওয়া যারা আরও ভাল করছে।'

অলিম্পিকে নতুন তারার জন্ম

'জুলিয়েন আলফ্রেড বিশ্বের দ্রুততম মানবী'

প্যারিস, ৪ আগস্ট ঃ অলিম্পিকে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে 'অঘটন'। খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সোনা জিতে নিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দেশ সেন্ট লুসিয়ার জুলিয়েন আলফ্রেড। ১০.৭২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করলেন তিনি। এই ইভেন্টে যাকে হট ফেভারিট ধরা হচ্ছিল সেই শাকারি রিচার্ডসন দ্বিতীয় হলেন। প্যারিসে বৃষ্টির জন্য ১০০ মিটার দৌড়ের ইভেন্ট নির্ধারিত সময়ের খানিকটা পরে শুরু হয়। ভেজা মাঠে দৌড়তে সম্ভবত সমস্যা হচ্ছিল ইভেন্টের হট ফেভারিট শকারির। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলিট দৌড় শেষ করলেন ১০.৮৭ সেকেন্ডে। জুলিয়েন শুরুতেই এগিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত লিড ধরে রাখেন। ১০.৭২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্রুততম মানবী তিনিই। যদিও অলিম্পিকে এটা সর্বকালীন রেকর্ড নয়। জুলিয়েনের এই সোনাই অলিম্পিকের ইতিহাসে

সেন্ট লুসিয়ার প্রথম পদক। সাধারণত দৌড়ের মতো ইভেন্টে জামাইকার অ্যাথলিটরা উপরের সারিতে থাকেন। কিন্তু এবার মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে জামাইকার কোনও প্রতিযোগী প্রথম তিনে নেই। সেদেশের প্রতিনিধি টিয়া ক্লেটন ফাইনালে সপ্তম স্থান অধিকার করলেন। ফলে এবার অলিম্পিক থেকে সম্ভবত শূন্য হাতে ফিরতে হবে জামাইকাকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আরেক ছোট্ট দ্বীপ সেন্ট লুসিয়া চলে এল অলিম্পিক মানচিত্রে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট লুসিয়ায় জনসংখ্যা এক লক্ষ ৮০ হাজারের কাছাকাছি। দারিদ্র এখানকার বাসিন্দাদের নিত্যসঙ্গী। জীবন জীবিকার জন্য প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের মধ্যে জুলিয়েনের এই সোনাজয় গোটা বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণা।

আনোয়ার প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে ৫ দিনের মধ্যে বক্তব্য জানাতে হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির মিটিংয়ের পর আনোয়ার আলিকে ঘিরে আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে একমাত্র জরিমানার টাকা দিতে পারলেই তিনি ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরতে পারবেন। অন্যথা নিয়ম বহির্ভূতভাবে চুক্তি ছিন্ন করার জন্য নির্বাসনের আওতায় পড়বেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার। সঙ্গে ক্লাবকেও পর পর দু'টো ট্রান্সফার উইন্ডোয় ফুটবলার সই করানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল না দিল্লি এফসি, কোন ক্লাবের ক্ষেত্রে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে তা অবশ্য বলা হয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর, যে মুহূর্তে আনোয়ার মোহনবাগান ছাড়তে চেয়েছিলেন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ খুব একটা অরাজি ছিল না। কারণ, সেই সময় মুম্বই সিটি এফসি আনোয়ারকে নেওয়ার জন্য জন্য দিল্লি এফসির কাছে আগ্রহ দেখিয়েছিল। এর মধ্যেই আনোয়ারের তরফে মোহনবাগানের কাছে যে চিঠি আসে, সেখানে জানা যায়, ইস্টবেঙ্গলে যেতে চান তিনি। এরপরেই মোহনবাগানের তরফে কঠোর মনোভাব নেওয়া হয়েছে আনোয়ারের প্রতি। শুক্রবার ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির মিটিংয়ে অন্তত এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, আনোয়ার যখন মোহনবাগানে খেলতে ইচ্ছুক নন, তখন তিনি মোহনবাগানের তরফে 'এনওসি' পাবেন। তবে তিনি যেহেতু ঠিকভাবে চুক্তি ছিন্ন করেননি, তাই মোহনবাগানাকে জরিমানা দিতে হবে। তবে এই জরিমানার অঙ্ক ঠিক হয়নি। ঠিক হয়েছে, দিল্লি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেহেতু পার্টি, তাই তাদেরও এবার ডেকে কথা বলবে

প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি। এরপর ফের কথা বলা হবে মোহনবাগানের সঙ্গে। তারপরই সিদ্ধান্ত নেবে কমিটি। জানা গিয়েছে, আনোয়ারের সঙ্গে মোহনবাগানের চুক্তি ছিল, ৪ বছরে মোট ১১ কোটি টাকা। প্রথম বছরে আনোয়ার পেয়েছেন ২.৫ কোটি। চুক্তির বাকি টাকার উপর কতটা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে তা নিয়েই হবে আলোচনা। প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার জন্য ৫ দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসিকে। যদি আনোয়ার ক্ষতিপূরণের টাকা মোহনবাগানকে দিতে না পারেন, নির্বাসনের মুখে পড়বেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com